



সামনের চাকা ফেটে বিপত্তি, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লো লরি। হাওড়ার উনসানিতে উত্তেজনা। ...*বিস্তারিত পাতা ৩*



জামুড়িয়ায় বাড়ির কাছে উদ্ধার হল এক ছাত্রের ক্ষতবিক্ষত দেহ। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে কে বা কারা এই ঘটনায় জড়িত। ...*বিস্তারিত পাতা ৫*



হাট অ্যাটাক (বা অন্য হাট অ্যাটাক) প্রতিরোধের জন্য সব চেয়ে কার্যকর উপায় হল নিজের জীবনধারা পরিবর্তন করা। ...*বিস্তারিত পাতা ৬*



বেশি অর্থ হাতে এলে অহংকার আসে। তখন মনে হয় অন্যদের থেকে কোনও কিছুই আর জানার নেই : কপিল। ...*বিস্তারিত পাতা ৮*

দেশজুড়ে ‘মেরি মাটি মেরা দেশ’ কর্মসূচির সূচনা হবে, ঘোষণা মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : দেশের সিংহরুদ্ধ বীর শহিদদের সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্র শুরু করছে

পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন মোদি। তাঁর মুখে উঠে এসেছে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তার কথা। একই ভাবে



মেরি মাটি মেরা দেশ’ প্রচার অভিযান। ৯ আগস্ট থেকে ওই কর্মসূচির সূচনা হবে দেশজুড়ে। রবিবার ১০তম মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে এই কথাই শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই আলোকিত ব্যক্তিদের স্মরণে দেশের লক্ষাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশেষ শিলালিপিও স্থাপন করা হবে। এমনটাই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গেই মাসিক এই রেডিও অনুষ্ঠানের এবারের পর্বে মোদি উল্লেখ করেছেন অমৃত কলস যাত্রার কথাও। জানিয়েছেন, এই দেশের নানা প্রান্তের মাটি সাড়ে ৭ হাজার পায়ে জড়ো করা হবে। এরপর সেই মাটি মিশিয়ে রোপণ করা হবে গাছের চারা। ওয়ার মেমোরিয়ালের কাছে এ ভাবেই অমৃত বাটিকা গড়ে তোলার

জল সংরক্ষণ নিয়েও মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। উত্তর প্রদেশে এক দিনে ৩০ কোটি গাছের চারা লাগানোর যা রেকর্ড তৈরি হয়েছে তা নিয়েও উল্লেখিত প্রধানমন্ত্রী। এই উদ্যোগের ভূমসী প্রশংসাও করেছেন তিনি। ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের বেশ কিছু প্রান্তে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জেরে বন্যার পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আবারও একবার আমরা সকল দেশবাসী সম্মিলিত প্রচেষ্টার শক্তিকে সামনে এনেছি। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করছে বিপর্যয় মোকাবিলাকারী দল। এই কাজের জন্য এনডিআরএফ এবং ব্রাণের সঙ্গে জড়িতদের কাজের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন

প্রধানমন্ত্রীর কথায় উঠে এল হজ যাত্রার প্রসঙ্গও। তিনি জানিয়েছেন, এই বছর ৪ হাজার মুসলিম মহিলা পুরুষ সঙ্গী ছাড়াই সৌদি আরবে গিয়েছেন হজ্জ। তাঁদের দিকে সবরকমের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মোদি সরকার। নিজের নির্বাচনী ক্ষেত্রে পবিত্রনের কথাও বলেছেন মোদি। জানিয়েছেন, প্রতি বছর ১০ কোটি পর্যটক বারাগসীতে আসেন। এই প্রসঙ্গে আমেরিকান পর্যটকদের অমরনাথ যাত্রায় অংশ নেওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, প্রতি মাসের শেষ রবিবার মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন মোদি। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার পর থেকেই চলছে এই অনুষ্ঠান। আজও মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ৩০ জুলাই মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১০৩ তম পর্ব। এই রেডিও অনুষ্ঠানে মোদীর মুখে উঠে এসেছে দেশের বিভিন্ন প্রসঙ্গ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মোদীর অনুগামী, বিজেপি নেতা, সাধারণ মানুষ সরাসরি শুনেছেন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে বৃষ্টির ফলে সৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গত কয়েকদিন উল্লেখ ও যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটছে। স্থানীয়, জলগণ, এনডিআরএফ কর্মীরা এবং স্থানীয় প্রশাসনের দিনরাত কঠোর পরিশ্রমের ফলে আমরা এই দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি।

‘যারা ক্ষমতায়, তারা নীরব, ইন্ডিয়া’ই জ্বালাবে মানবিকতার শিখা’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই : বিরোধী জোট ইন্ডিয়া’র দু’দিনের মণিপুর সফর শেষে অশান্ত রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে টুইট করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বণে দ্যাপাধ্যায়। জানান, পূর্বের রাজ্যটির অবস্থা দেখে তিনি ব্যথিত। সেই সঙ্গে বলে দেন, মণিপুরের সরকার নীরব থাকলেও ইন্ডিয়া জোট মণিপুরবাসীর পাশে রয়েছে। রবিবার টুইটেরে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, মণিপুরের হৃদয়বিদরক নানা ঘটনার কথা শুনে আমি ব্যথিত। হিংসামূলক পরীক্ষানিরীক্ষার আগুনে মানব জীবনের করুণ যন্ত্রণা মেনে নেওয়া যায় না। এমন পরিস্থিতিতেও যারা ক্ষমতায়, তারা নীরব। কিন্তু ইন্ডিয়া-ই এই ক্ষমতের মধ্যে মানবিকতার শিখা জ্বালাবে। এরপরই মণিপুরবাসীর উদ্দেশ্যে যোগ করেন, আমি মণিপুরের সাহসী ভাই-বোনদের কাছে আরজি জানাচ্ছি, যাতে মানবিকতার খাতিরে তারা শান্তি বজায় রাখে। আমরা আপনাদের পাশে আছি। সবরকমভাবে সাহায্য করব। জাতিদাঙ্গায় অশান্ত মণিপুর নিয়ে সংসদের বাদল অধিবেশনে বাবরবার সরব হয়েছেন বিরোধীরা। এই ইমুয়েতে মণিপুর সরকার থেকে কেন্দ্রে মোদি সরকারের তুমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তার জেরে উত্তাল হয়েছে সংসদের দুই কক্ষই। মণিপুরে শান্তি ফেরার জন্য অশান্তি রূপান্তর কোনও পদক্ষেপ করেনি কেন্দ্র বলেই দাবি করা হচ্ছে বারবার। এমন পরিস্থিতিতে শনিবার দু’দিনের সফরে মণিপুর

রাজনৈতিক মহলের একাংশ। এদিকে মণিপুরে শান্তি ফেরানোর

টুইট মমতার



অধীররঞ্জন চৌধুরী নেতৃত্বে সফরের দ্বিতীয় দিন রাজ্যপাল অনুসূয়া উইকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন তাঁরা। তাঁদের জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে রীতিমতো বাঁঝালে ভাষায় বিজেপি সরকারকে তোপ দাগা হয়েছে। আর এবার টুইট করে ফের কেন্দ্রকে আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মণিপুরে অশান্তি রূপান্তর কোনও পদক্ষেপ করেনি কেন্দ্র বলেই দাবি করা সেটাই বুঝিয়ে দিতে চাইলেন মমতা। এমনটাই মনে করছে

চিকিৎসায় সামান্য উন্নতি, সূর্যকান্ত মিশ্রের ডাকে হাত নেড়ে সাড়া বুদ্ধবাবুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই : দীর্ঘদিনের সম্পর্ক দুজনের। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন তারা। আর সেই সহযোগিতাই কিনা অসুস্থ। ভর্তি হাসপাতালে। তাই শনিবারের পর রবিবারও বুদ্ধবাবু ভট্টাচার্যকে দেখতে হাসপাতালে যান সূর্যকান্ত মিশ্র। তাঁর ডাকে সামান্য হাত নেড়ে



সাড়াও দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। চিকিৎসক কৌশিক চক্রবর্তী বলেন, আচ্ছন্নভাব কিছুটা কেটেছে। কখনও হাত, মাথা নেড়ে আবার কখনও চোখের পাতা খোলা-বন্ধের মাধ্যমে সাড়া দিচ্ছেন। তাই বুদ্ধবাবুকে ঘুমের ওষুধও দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। রাইলস টিউবের মাধ্যমে খাবার খাওয়ানো হয়েছে। এভাবেই শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টির জোগান দেওয়ার ভাবনাকিন্তা চলছে। শনিবার সন্ধ্যায় অ্যান্টিবায়োটিক বদল করা হয়েছে। তাই রবিবারের বদলে সোমবার তাঁর সিটি স্থান করা হবে। হৃদযন্ত্রে কোনও সমস্যা নেই। তাই শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি ছিল। তাই ইনসুলিন দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা হচ্ছে। চিকিৎসায় সামান্য সাড়া দিলেও এখনই বুদ্ধবাবু পুরোমাত্রায় বিপন্নুক্ত বলা যাবে না বলেই মত চিকিৎসকের। এদিকে, রবিবার সকালেই হাসপাতালে যান বুদ্ধবাবু ভট্টাচার্যের সন্তান সুচেতন ভট্টাচার্য। সহযোগীর সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে যান সূর্যকান্ত মিশ্র, বিমান বসু এবং সৃজন চক্রবর্তীরা। হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন ভাঙডের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু ভট্টাচার্যের সুস্থতা কামনা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেংদু অধিকারী। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবার ও পরিচিত চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন বলেই জানান। বুদ্ধবাবুর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষও।

জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্রকে সতর্কবার্তা অধীরের

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : মণিপুরের সংঘর্ষ পরিস্থিতিতে কাজে লাগাতে পারে চিন! দু’দিনের জন্য সেরাজে সফর করে এসে সাফ এই কথা জানানলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তাঁর মতে, যদি মণিপুরে দ্রুত শান্তি না ফেরে তাহলে সংকটের মুখে পাবে গোটা দেশের নিরাপত্তা। কিন্তু কেন্দ্র সরকার এই অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না। প্রসঙ্গত এদিনই ভারতীয় সেনার প্রাক্তন প্রধান এমএম নারায়ান বলেছেন, মণিপুর হিংসার নেপথ্যে চিনের যত্নবস্ত্র থাকতে পারে। মায়ানমার থেকে অনুপ্রবেশকারীরা হিংসায় মদত দিচ্ছে, এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোটের ২০ জনের প্রতিনিধি দল মণিপুরের নানা এলাকা ঘুরে দেখেন। দু’দিনের সফর শেষে একাধিক বিষয়ে মুখ খোলেন তাঁরা। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। সফর শেষে দিল্লিতে ফিরে তিনি বলেন, মণিপুর একেবারে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার এই অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না। মণিপুরের সঙ্গে মাত্র ৭৫ কিলোমিটারের সীমান্ত মায়ানমারের, তার ঠিক পিছনেই রয়েছে চিন। গোটা পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। আমি রাজনীতির উর্ধ্বে উঠেই বলছি, দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও মণিপুর যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে। উল্লেখ্য, শনিবার সকালে দিল্লি থেকে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিদল মণিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তাঁরা বেলা বারোটো নাগাদ ইক্ষফলে পৌঁছেই দু’ ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। এক এলাকায় পাড়ি অন্য এলাকায় ঢুকতে পারছে না। সে কারণে ভরসা কেবল হেলিকপ্টার। কিন্তু কপ্টার মিলেছে একটাই মাত্র। একদল পাহাড়ি অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কুর্কিদের সঙ্গে দেখা করে। অন্যদলটি উপত্যকায় মেইতেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেখা করে।



‘বাম-কংগ্রেস কর্মীদের সমর্থনে ত্রিশঙ্কু পঞ্চায়েতের দখল নেবে বিজেপিই’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাই : পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গিয়েছে, রাজ্যের বহু পঞ্চায়েতই ত্রিশঙ্কু হয়েছে। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পার্যনি কোনও দলই। ১৬ আগস্টের মধ্যে সমস্ত বোর্ড গঠন করতে হবে বলে দিনক্ষণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ত্রিশঙ্কু পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর দাবি, বাম-কংগ্রেসের নিচুতলার কর্মীদের সমর্থন নিয়ে ত্রিশঙ্কু হওয়া বেশিরভাগ বোর্ড গঠন করতে বিজেপিই। তা শুধু সময়ের অপেক্ষা। এদিন সাংবাদিক থেকে সূকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, বাম-কংগ্রেসের নিচুতলার কর্মীরা উর্ধ্বতন নেতৃত্বের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত। তাঁরা যেভাবে এখনো তৃণমূল বিরোধিতায় কুণ্ঠিত করছে আর দিল্লি গিয়ে নিজেদের মধ্যে দোস্তি করছে, তা নিচুতলার কর্মীরা মেনে নিতে পারছেন না। তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। অনেক আমাদের দলে যোগও দেন, আপনারা দেখতে পানো। হাং হওয়া অনেক বোর্ডেই দখল করবে ভারতীয় জনতা পার্টি। যদি অবশ্য মথুরাপুরের মতো প্রাণী অপহরণ না হয়। তেমনটা হলে তো পুলিশের সঙ্গে আমরা লড়তে পারব না। আমি বারবার বলছি, পুলিশ যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ করে তাহলে তৃণমূল দলটাই থাকবে না। সুকান্ত আরও অভিযোগ, প্রাক্তন এক বিডিও তাঁকে হোয়াটসঅ্যাপে হুমকি দিচ্ছেন। সেই হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের বিস্তারিত তিনি প্রকাশ্যেও এনেছেন। হরিরামপুরের প্রাক্তন বিডিও তাঁকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, বিজেপি জিতলে নেতাদের কাপড় খুলে নেওয়া হবে। একজন সরকারি আধিকারিক কীভাবে এমন রাজনৈতিক কথাবার্তা বলেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। ওই বিডিও-র বিরুদ্ধে তিনি মন্বাষাচিবকে চিঠি লিখবেন, সরকারে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। দেখা যাক কি হয়।



মণিপুরের অশান্তির পিছনে চিনের হাত! চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব প্রাক্তন সেনাপ্রধান নারায়ানের

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : মণিপুরের হিংসার নেপথ্যে যে বিদেশি শক্তির ইচ্ছা রয়েছে, সে আশঙ্কা আগেই করা হচ্ছিল। এবার সেই তত্ত্বেই কার্যত শিলমোহর দিলেন প্রাক্তন চিফ অব আর্মি স্টাফ এমএম নারায়ানে মণিপুরের অশান্তির পিছনে হাত

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ করা সত্ত্বেও অস্থিরতা কমেনি। মণিপুর ইমুয়েতে কেন্দ্রে শাসক-বিরোধী সংঘাতও বেড়েই চলেছে। এরই মধ্যে সামনে এসে চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব মণিপুরের অশান্তির পিছনে



থাকতে পারে চিনের! এমনই ইঙ্গিত দিলেন নারায়ানে। বিভিন্ন বিরোধীদের চিনের তরফে সাহায্য করা হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। প্রায় তিন মাস হতে চলল অশান্ত মণিপুর। ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

হাত থাকতে পারে চিনের! এমনই ইঙ্গিত দিলেন প্রাক্তন চিফ অব আর্মি স্টাফ এমএম নারায়ানে। সম্প্রতি দিল্লিতে জাতীয় সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি আলোচনা। চলাকালীন নারায়ানে চিনের নাম না করে বলেন, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দেশের জন্য

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশী দেশে শুধু নয়, সীমান্তবর্তী রাজ্যে যদি অস্থিরতা থাকে, তাহলে সেটা জাতীয় সুরক্ষার জন্য মোটেই ভাল নয়। একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যথাযথ পদক্ষেপ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। চিন যে দিনের পর দিন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীগুলিকে মদত দিচ্ছে, সে কথা উল্লেখ করে প্রাক্তন সেনাকর্তা বলেন, চিন বহু বছর ধরে এই কাজ করে আসছে, আগামিদিনেও করবে। তাঁর কথায়, একটা রাজ্যের অশান্ত পরিস্থিতি পুরো দেশের নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলে। তাই চিনের তুমিকা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে মনে করেন তিনি। প্রাক্তন সিওএএস জেনারেল নারায়ানে আরও বলেন, এর পিছনে এমন কেউ থাকতে পারে, যে বা খারাপ নয় না শান্তি ফির্ক। এতে তাদের কোনও লাভ হচ্ছে বলেও অনুমান তাঁরা। নারায়ানে বলেন, সে কারণেই হস্তার রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সবরকম স্টো সত্ত্বেও এখনও অশান্তি জারি রয়েছে।

ব্যস্ত থাকবেন নেতারা, পিছিয়ে যেতে পারে ইন্ডিয়া জোটের তৃতীয় বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই : আগস্ট হবে না, সব ঠিক থাকলে ইন্ডিয়া জোটের তৃতীয় বৈঠক হতে পারে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। এবং পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈঠকটি হবে মুম্বইয়ে। আয়োজনের দায়িত্বে থাকবেন উদ্বব ঠাকুর এবং শরদ পণ্ডারা। বেঙ্গলুরুতে দ্বিতীয় বৈঠকের পর ঠিক হয়েছিল আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে ফের বৈঠক বসা হবে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল আগস্টের ২৫-২৬ তারিখে মুম্বইয়ে মিলিত হবেন ইন্ডিয়ার নেতারা। কিন্তু সেসময় জোটের বেশ কয়েকজন নেতা সময় দিতে পারছেন না। সেকারণে ওই মেগা বৈঠক পিছিয়ে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে করা হতে পারে বলে এক সভারভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর। বৈঠকের ভেন্যু বদলাচ্ছে না। তৃতীয় বৈঠকের আয়োজক মূলত এনসিপি ও শিব সেনা। শরদ পণ্ডার, উদ্বব ঠাকুরদের আয়োজনে সম্ভাব্য বৈঠকে অংশ নিতে যাওয়ার সম্ভাবনা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এছাড়া জোটের অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীরাও যাবেন মুম্বইয়ে। ইন্ডিয়া জোটের দ্বিতীয় বৈঠক ছিল

১৭ ও ১৮ জুলাই, বেঙ্গলুরুতে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড্গের নেতৃত্বে সেই বৈঠকেই স্থির হয় ইন্ডিয়া নামটি। তাতেই সম্মত হন সকলে। আর নামকরণের পর থেকেই কেন্দ্রের নিশানায় বিরোধী জোট। প্রধানমন্ত্রী থেকে বিজেপি সাংসদরা সকলেই



নামটি নিয়ে কটাক্ষ শুরু করেছেন। সেসব উপেক্ষা করেই এগিয়ে যেতে চায় বিরোধী জোট। শোনা যাচ্ছে মুম্বইয়ের বৈঠকে বিরোধী জোটের আহ্বায়ক কে হবেন, সেটা ঠিক করে ফেলা হবে। লড়াইয়ে আছেন প্রবীণ নেতা শরদ পণ্ডার এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। আরও কয়েকজন লড়াইয়ে আছেন। সেই সঙ্গে কোন কোন রাজ্যে কোন কোন দলের সারসার জোটের প্রয়োজন, সেটার প্রাথমিক আলোচনাও শুরু হবে। সবটাই যদিও অসমর্থিত সূত্রের খবর।

পাকিস্তানে বিস্ফোরণ, মৃত ২০, আহত ৫০

ইসলাবাদ, ৩০ জুলাই : আবার বিস্ফোরণে কঁপে উঠল পাকিস্তান। রবিবার খাইবার পাক্তুনখাওয়া প্রদেশে একটি রাজনৈতিক দলের সভায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণ গেল কমপক্ষে ২০ জনের। আহত অন্তত ৫০ জন। সভার আয়োজন করত্বলি জামিয়ত উলুমা ইসলাম-ফজল। হাজির হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। সেই সভা ঢলাকালীন বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলেই মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে মনে করছে প্রশাসন। পুলিশ গোটা জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। তদন্ত করে তারা দেখছে কে বা কারা যুক্ত রয়েছে।

কলকাতার মার্কিন দূতাবাসের সামনে আটক পাক মহিলা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই : কলকাতায় মার্কিন কনস্যুলেট তথা দূতাবাসের সামনে গভীর রাতে সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করা গিয়েছিল এক মহিলার। পাক চর সন্দেহে তাঁকে আটক করে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয় বলে খবর মিলেছে। যদিও প্রমাণ না মেলায় শেষমেশ ২৪ ঘণ্টা বাদে সন্দেহভাজনকে ছেড়ে দেয় কলকাতা পুলিশ। সাম্প্রতিক সীমা হায়দার কাওর প্রেমিক্তে ঘটন্যাটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অভিযোগ, শুক্রবার রাতের অন্ধকারে ছো চি মিন সরগিণ মার্কিন কনস্যুলেটের পাশপাশে ঘোরাদুর্ঘর করছিলেন মহিলা। সিসিটিভিতে তাঁকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাক্ষেপা করতে দেখে আটক করা হয়। মহিলার কাছ থেকে পাকিস্তানের পাসপোর্ট উদ্ধার হয়েছে। এরপরই

তপর হয়ে পড়েন গোয়েন্দারা। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া একাধিক মোবাইল থেকে পাকিস্তানে বহুবার হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামে কলকল, সোশ্যাল মিডিয়ার চ্যাট দেখেও সন্দেহ প্রকাশ করেন গোয়েন্দারা। কারণ, কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশের এটিএস-এর হাতে ধরা পড়েছে সন্দেহভাজন পাক চর সীমা হায়দার। এরপর থেকে আরও সতর্ক দেশের প্রত্যেকটি রাজ্য ও শহরের গোয়েন্দারা। তার উপর ২১ বছর আগে কলকাতার আমেরিকান সেন্ট্রের সামনে জঙ্গি হামলার ঘটনা এখনও দাগ রেখে গিয়েছে। ফলে মার্কিন কনস্যুলেটের সামনে পাক মহিলার সন্দেহজনক আনাগোনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখেন গোয়েন্দারা। তাঁর সঙ্গে পাকিস্তানের যোগ থাকতে পারে বলে টানা জেরাপর্ব



কোনও জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগসাজের প্রমাণ গোয়েন্দারা পাননি বলে জানা গিয়েছে। পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, আত্মীয় মাধ্যমে

পাকিস্তান থেকে দিল্লি হয়ে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় স্বামীর সঙ্গে থাকেন। স্বামী বেকার। মহিলা কাজ করে সংসার চালায়। প্রায় ৬ মাস আগে মধ্য কলকাতার

তালতলা এলাকার একটি বহুতলে ফ্ল্যাট ভাড়া নেন ওই দম্পতি। আগামী ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মহিলার এই দেশের ভিসা রয়েছে। পাক মহিলার দাবি, যেহেতু কলকাতার ভিসা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, তাই তিনি মধ্যপ্রাচ্য হয়ে আমেরিকায় চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেখানেই জীবিকা অর্জনের পরিকল্পনাও ছিল তাঁর। সেজন্য তিনি মার্কিন কনস্যুলেটে যোগাযোগ করতে এসেছিলেন। মহিলা বিউটি পার্লারে কাজ করেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। সকাল ১১টায় বেরিয়ে যেনে। ফিরতেন রাতে সাড়ে ৯টা নাগাদ। গোয়েন্দারা মহিলার স্বামীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তবে ছেড়ে দেওয়া হলেও তাঁর গতিবিধির ওপর গোয়েন্দারা নজর রাখছেন বলে সূত্রের খবর।

পড়াশোনার পাশাপাশি সাঁতার শেখার দরকার আছে বলে বললেন সাঁতারু সায়নী দাস



উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩০ জুলাই : পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রয়োজন আছে। আর তাই তো জয়নগরে জে এম পাঠভবন এবারে পড়াশোনার পাশাপাশি সাঁতার তৈরির উদ্দেশে জে এম সুইমিং ইনস্টিটিউট তৈরি করলো জয়নগরে। রবিবার জয়নগর মজিলপুর দণ্ডবাজারে এই সুইমিং ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন ইংলিশ চ্যানেল জরী বিখাত সাঁতারু সায়নী দাস। এ ছাড়া এদিনেই সানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, জয়নগরের বিধায়ক বিম্বনাথ দাস,জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, পৌরসভার কাউন্সিলার রাধী ভট্টাচার্য, নবগোপাল গাঙ্গুলি, হিন্দীরা দাস,স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ,শিক্ষক অরুণ ঘোষাল, সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুইমিং ইনস্টিটিউটের যুগ্ম কর্ণধার ডাঃ হরিশাধন নন্দ্বর, সঙ্গীতা নন্দ্বর সহ আরো অনেকে।এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিখ্যাত সাঁতারু সায়নী দাস বলেন,পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাখুলা করলে পড়ার কোনো ক্ষতি হয় না। আমি নিজে সাঁতারের পাশাপাশি পড়াশোনা সমানভাবে চালিয়ে যাচ্ছি। তবে নিজের মনের শক্তিই বা শক্তি। তাই আমি চাইবেো এখানকার সমস্ত শিশুকে সাঁতার শেখান। সাঁতার শিখলে শরীর ভালো থাকে, মন ভালো থাকে, যেকোন কাজের এনার্জি শক্তি তৈরি হয়। এদিন বিধায়ক বিম্বনাথ দাস সুইমিং পুলের পাশে তৈরি হওয়া সেলফি জোনের উদ্বোধন করে সাঁতার শেখার প্রয়োজনীতা তুলে ধরেন।এছাড়া এদিন সাঁতার শেখার প্রয়োজনের উপর মূল্যবান কথা তুলে ধরলেন জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সালানন্দজী মহারাজ, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার।এদিন সুইমিং পুলে সাঁতারের প্রশিক্ষণ দেন প্রশিক্ষকেরা।

সুজন,বিমানের পাশাপাশি বুদ্ধদের ভট্টাচার্যকে দেখতে গেলেন নৌসাদ সিদ্দিকীও



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই : শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে আগামীকাল কলকাতারই একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । রবিবার তাকে দেখতে হাসপাতালে হাজির হন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী, বিমান বসু-সহ আইএসএফ নেতা নৌসাদ সিদ্দিকীও। হাসপাতালে গিয়ে তাঁরা বুদ্ধবাবুর পরিবারের লোকদের সঙ্গে কথা বার্তা বলেন। তারপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আইএসএফ নেতা নৌসাদ। উল্লেখ্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের চিকিসার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সেই মেডিক্যাল বোর্ডের তত্ত্বাবধানেই চিকিসা চলছে বুদ্ধদেববাবুর। রবিবার সকালেও ভেরিটেলেশনেই রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও সঙ্কটজনক। তবে আগের তুলনায় খানিকটা স্থিতিশীল। প্রথমে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন-এ রাখা হয়। তাঁর অবস্থা দেখে রাতে ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন -এ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন চিকিসকেরা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আগামী তিনদিন ভেন্টিলেশন পর্যবেক্ষণে থাকবেন তিনি। শনিবার সারা রাত কড়া পর্যবেক্ষণে ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। হাসপাতাল সূত্রে খবর, রাতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের রক্তচাপ ও অক্সিজেনের মাত্রা মোটামুটি ঠিক ছিল। মূত্রভাণ্ডারের পরিমাণও সঠিক ছিল। তবে বেশি ছিল রক্ত সুগারের পরিমাণ। ক্রিয়েটিনের মাত্রা সামান্য বেশি। তবে এখনও কার্টেনি সংকট।

ইস্টার্ন রেলের আসানসোল স্টেশন আইজিবিসি প্ল্যাটিনাম রেটিং’ পেয়েছে



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই : টেকসই উন্নয়নের জন্য গ্রিন রেলওয়ে হওয়ার পূর্ব রেলের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে আসানসোল বিভাগ তার স্টেশনগুলির জন্য একটি সবুজ ধারণা গ্রহণ করেছে, বিশেষ করে আসানসোল স্টেশন। আসানসোল স্টেশনের জন্য গৃহীত সবুজ ধারণাটি নান্দনিক মান বৃদ্ধি করে পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে।এটি এমন সবুজ উদ্যোগের জন্য আসানসোল স্টেশনকে ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল দ্বারা প্ল্যাটিনাম রেটিং’ দেওয়া হয়েছে। পরিবেশগত উদ্যোগের জন্য এই ধরনের IGBC টিন রেটিং আসানসোল ডিভিশন বিভিন্ন মডিউলে তার বহুমুখী উদ্যোগের জন্য পেয়েছে যেমন ১। টেকসই স্টেশন সুবিধা, ২। স্বাস্থ্য - স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন, ৩। শক্তি দক্ষতা, ৪। জল দক্ষতা, ৫। স্মার্ট সবুজ উদ্যোগ, ৬। পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত উদ্ভাবন এবং উন্নয়ন ইত্যাদি।আসানসোল স্টেশনকে গ্রিন স্টেশন বিল্ডিংয়ের একটি আইকন হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এই পরিবেশ উদ্যোগের মডিউলগুলির বিভিন্ন উপ-কারণ উল্লেখ করার যোগ্য যার মধ্যে রয়েছে তাপ হ্রাস, বহিঃস্থন দৃশ্য হ্রাস, সমস্ত প্লাস্টিক্‌মে এল্‌ইডি আলো, সমস্ত প্লাস্টিক্‌মে চিলেট, পৃথক প্রবেশ এবং প্রস্থান গেট, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক বাটারি চালিত যান, স্টেশন থেকে পর্যাপ্ত দূরত্বে নিবেদিত বাস স্ট্যান্ড, চালাচলের স্বাস্থ্যদ্রোহ জন্য সুবিন্যস্ত ফুটপাথ, ২৪ চাকার ই-বাইনের জন্য স্টেশনে বৈদ্যুতিক চার্জিং পয়েন্ট , প্রাকৃতিক উপোগ্রাফির উন্নয়ন গাছপালাধাসের নকশা করা ল্যান্ডস্কেপ এলাকা, অক্সিজেন পার্ক ও নার্সারিতে পাতুন গাছ, স্টেশন চত্বরে দেশীয় চাচা রোপণ, স্টেশন চত্বরে জৈব বাগানের উন্নয়ন, তাজা বাতাস চলায়, কটিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার পরিকল্পনা, উন্নত অন্দর এলাকার গুণমান, পানীয় পানীয়ের প্রাপ্যতা জল, রাসায়নিক ও ব্যাকটেরিওলজিকাল পরীক্ষার মাধ্যমে যাত্রীদের জন্য স্টেশন চত্বরে সরবরাহ করা জলের গুণমান পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা করা, স্টেশনগুলিতে প্রাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য বিক্রেতাদের পর্যায়ক্রমিক চেইং এবং পরামর্শ দেওয়া, প্রাস্টিকের ব্যাগের ব্যবহার বন্ধে সচেতনতা প্রচার, প্রিমিয়াম কার্ড ডাই অক্সাইড সেপার স্থাপন। লাউজ, স্টেশন চত্বরে যান্ত্রিক পরিচ্ছন্নতা, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, আসানসোল স্টেশন বিল্ডিংয়ে ৩ মেগা ওয়াট পাওয়ারের ছাদে সোলার প্যানেল ইনস্টল করা, অক্সিজেন পার্কে সোলার লাইট বসানো, অবসর নেওয়ার কক্ষ এবং ডরমিটরির জন্য স্টেশনে সোলার ওয়াটার ফিটারের মাধ্যমে গরম জলের উপলব্ধতা, জলের কক্ষ স্টেশনে ডয়াল ফ্ল্যাশ সিস্টেম, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ইত্যাদি। শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজারইস্টার্ন রেলওয়ে আসানসোল স্টেশনের জন্য এই লোভনীয় IGBC প্ল্যাটিনাম রেটিং পাওয়ার জন্য বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারআসানসোল এবং আসানসোল বিভাগের সমস্ত শাখা অফিসারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সামনের চাকা ফেটে বিপত্তি, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লো লরি

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ জুলাই : সামনের চাকা ফেটে বিপত্তি, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লো লরি। হাওড়ার উনসানিতে উত্তেজনা। রবিবার বিকেলে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তীব্র গতিতে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে একটি লরি। এই ঘটনায় দু’জন গুরুতর জখম হয়েছেন বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিকেল সাড়ে ৬টে নাগাদ হাওড়ার জগাহার উনসানি পদুপাড়া হাই স্কুলের কাছে। জানা গেছে, রোড ধরে যাওয়ার সময় লরির সামনের চাকা আচমকা ফেটে যায়। তাতেই ঘটে দুর্ঘটনা। লরিটি তীব্র গতিতে রাস্তার ধারের একটি চায়ের দোকান ভেঙে ভিতরে ঢুকে যায়। ভিতরে সে সময় চা খাচ্ছিলেন দু’জন। এই দুর্ঘটনায় তারা গুরুতর জখম হন। তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে চায়ের দোকানদার সামান্য আহত হন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। দুর্ঘটনায় লরির তলায় ঢুকে যায় দুটি মোটর বাইক। লরির তলায় কেউ আটকে আছেন কিনা তা জানা যায়নি।



প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দা এক্রামুল হক বলেন, এদিন বিকেল সাড়ে ৬টে নাগাদ হঠাই একটি লরির টায়ার ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওখানকার একটি চায়ের দোকান ভেঙে ভেতরে ঢুকে যায়। সেখানে থাকা ২টি বাইকে ধাক্কা লেগে

লরির তলায় আটকে যায়। এই দুর্ঘটনায় চায়ের দোকানের মালিক সহ মোট ৩ জন জখম হন। জখম



অবস্থায় ৩ জনকেই প্রথমে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দোকানের মালিককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। গুরুতর জখম হয়ে বাকি ২ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আমাদের দাবি লরির মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টি উত্তরবঙ্গেও

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই : রবিবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের দেওয়া তথ্যে এমনটাই জানা গেছে। এদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩১ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৮ ডিগ্রি সেলিসিয়াস। শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৮ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম এবং এদিন শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৫ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৯৪ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৮৫ শতাংশ। এদিন কলকাতার আকাশ থাকবে মেঘলা। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ভারী বৃষ্টিপাত হবে না কলকাতায়। তবে একে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে তিলোত্তমায়। রবিবার অর্থা সপ্তাহের শেষ দিনে দক্ষিণবঙ্গের ছয় জেলায় রয়েছে

ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এই জেলাগুলি হল- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং



বাঁকুড়া। সেখানে সাত থেকে ১১ সেমি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় একই রকম থাকবে পরিস্থিতি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বদলের বিশেষ সম্ভাবনা নেই। উল্লেখ্য, বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হতে পারে। এর ফলেই বাড়বে বৃষ্টি। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে কিন্তু

জেলাতে হতে পারে ভারী বৃষ্টি। এই জেলাগুলি হল উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর। দুই বঙ্গের আবহাওয়ার বিশেষ বদলের কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে আর্পেক্ষিক আর্দ্রতার জন্য বাড়বে অস্বস্তি। উল্লেখ্য, মুম্বইয়ে গত কয়েকদিন ধরেই টানা বৃষ্টিপাত চলছে। এদিনও সেখানে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে অপ্রাপ্তবয়স্ক সহ ২০ জন ব্যক্তি উদ্ধার

মালিগাঁও, ৩০ জুলাই : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২২ থেকে ২৮ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিজেদের অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ট্রেন ও রেলওয়ে স্টেশনে পৃথক পৃথক তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১৭ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক, দুজন মহিলা ও একজন কিশোর ছেলে সহ মোট ২০ জন ব্যক্তিকে সফলভাবে উদ্ধার করে। এছাড়াও মানব পাচারের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তিন জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আরপিএফ। পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকৃত ব্যক্তিদের নিরাপদ আশ্রয় ও পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট চাইল্ড লাইনএনজিও, অভিভাবক অথবা সরকারি রেলওয়ে পুলিশের (জিআরপি) হাতে তুলে দেওয়া হয়।

২৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে কিশানগঞ্জ আরপিএফ ব্যচন বাঁচাও আন্দোলনের প্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে কিশানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালায়। এই তল্লাশির সময় ৬ জন শিশু পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি ৩ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রশ্রিত কিশোরকে উদ্ধার করা হয়।



২৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখের একটি ঘটনায় গুরাহাটির আরপিএফ, মেরি সহেলি টিম গুরাহাটি রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালিয়ে বাড়ি থেকে পলাতক একজন মহিলাকে উদ্ধার করে। পরে উদ্ধারকৃত মহিলাকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গুরাহাটির শক্তি সার্ভিসের সুপারিনটেনডেন্ট-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই একই দিনে, গুরাহাটির আরপিএফ গুরাহাটির মেরি সহেলি টিম ও পাশাপাশি ৩ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রশ্রিত কিশোরকে উদ্ধার করা হয়।

গুরাহাটি রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে বাড়ি থেকে পলাতক দুজন অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরকে উদ্ধার করা। পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকৃত অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য রেলওয়ে চাইল্ড লাইন, গুরাহাটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ ২০২৩-এর জুন মাসে ৬৯ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর ও কিশোরী এবং ১১ জন মহিলাকে উদ্ধার করার পাশাপাশি এক জন মানব পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছিল। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে মেরি সহেলি গঠন করা হয়েছে এবং মহিলাশিশু যাত্রীদের নিরাপত্তাসুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন থাকতে এবং যে কোনও জরুরীকালীন সময়ে ১৩৯ হেল্পলাইন নম্বর ব্যবহার করার জন্য দিনরাত চিরাগ ঘণ্টা সক্রিয় করে রাখা হয়েছে। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) মানব পাচারকারীরা কার্যে জড়িত সন্দেহজনক ব্যক্তিদের পাশাপাশি সন্দেহজনক অবস্থায় শিশুদের চলাফেরা করা, অভিভাবক ছাড়া শিশুদের একা একা ভ্রমণ করা ইত্যাদি বিষয়েও সর্বদা সতর্ক থাকে।

নিজস্ব মানসিকতার মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মানব সেবায় ব্রতী হয়েছিলেন যে দুজন মহান ব্যক্তি

বিনয় সিংহ রায় : আমরা যখন মন-প্রাণ দিয়ে আত্মরিকতার সাথে অনুভব ও উপলব্ধি করার চেষ্টা করি তখন অবশ্যই খোঁজ মিলতে পারে কিছু মহান ব্যক্তির যারা নিজস্ব দক্ষতা, নিজস্ব মানসিকতার মানসিকতার মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মানব সেবায় ব্রতী হয়েছেন। আপন মহিমাম্বিত ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। তাদের মূল্যবান অবদান ,সত্যি ঘটনা তুলে ধরার মধ্য দিয়েই বিবেকের বিকাশের প্রচেষ্টা প্রয়াস কতটা ঠিক জানিনা কিন্তু এই লেখকের ধারণা হারিয়ে যাবে না মূল্যবোধ বাবা তারকারখের নাম জানেনা এমন ধর্মের মানুষ ভূতব্রতে আছে কিনা জানিনা। কিন্তু সেই বাবা তারকারখের যিনি প্রকৃত প্রহিতাব্রতা করেন তিনিই রাও ভারামালা ক্ষত্রিয় সন্তান ঠিক কত জন

জানেন জানিনা। অপরদিকে আর এক মহান ব্যক্তি অন্নপ্রাসাদ সিংহ রায় তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষ ক্ষ্ম্যাত কিশোরা ইঞ্জিনিয়ার, হুগলি জেলার রেল যোগাযোগ বিষয়টিকে উপলব্ধি করেন।তৎকালীন তারেকেশ্বর থেকে প্রভাত প্রভো যাতায়াত অসুবিধা কথা চিন্তা করে মহৎ কাজের অঙ্গীকার তারেকেশ্বর থেকে ত্রিবেনী পর্যন্ত বিপিআর রেলওয়ের ট্রেন তারেকেশ্বর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেন।এই ক্ষত্রিয় সন্তান । মনে পড়ে আর এক তৎকালীন ভারতের খ্যাতিমান বিশিষ্ট চিকিৎসক রাজা জয় কৃষ্ণ সিংহ রায় যিনি শোনা গেছে প্রবাদপ্রতিম প্রখ্যাত ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের সহপাঠী ও সেখানে ডাক্তারি পড়তেন একসঙ্গে। এটা আমাদের গর্ব বলা যেতে পারে তিনি পড়া শেষ করে গ্রামে চলে আসেন

সেই গ্রামের অসহায় রোগাক্রান্ত মানুষের সেবায় নিযুক্ত হন। তখন তার সেই গ্রাম পলশী ধনেখালি রাস্তাঘাট ছিল না জঙ্গলে পরিপুষ্ট, রাস্তাঘাট ক্রময় বিপদসঙ্কুল ,শোনা গেছে, ওই গ্রামে বাঘও বেরিয়েছিল এমনই গ্রামে রাস্তায় আমজনতার সেবা করতে প্রাণপণে।কলকাতা চলে যান নি সুযোগ সুবিধার থেকে ,তার শপথ ছিল অসহায় রোগাক্রান্ত মানুষদের চিকিৎসা বোবা করা, হেরিকেনে আলো মানুষদের সাইকেল ঔষয়ের ব্যাগ মাথায় ঝুপি ছাড়া ডাক্তার বাবুর সঙ্গল। তিনি ছিলেন এই সাংবাদিকের মায়ের বাবা । আর তার বাবা প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার রেলের প্রতিষ্ঠাতা অন্নদা প্রসাদ সিংহ রায়। সমাজ এমনই অকৃতজ্ঞ ও স্বার্থকেন্দ্রীক তাদের স্মৃতি রক্ষার জন্য কিছু করতে পারেনি।

বারুইপুরে প্লাস্টিক তৈরির কারখানায় বিধবংসী আশুন

দূরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৩০ জুলাই : বারুইপুরের মল্লিকপুরে একটি প্রাস্টিক তৈরির কারখানায় বিধবংসী আশুন। শনিবার রাত ৯টা নাগাদ আশুন লেগে যায়। ঘটনার পর থেকে প্রায় ১২ ঘণ্টা কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত সেই আশুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এখনও অন্তত পাঁচটি পকেটে আশুন জ্বলছে। শনিবার রাতে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন প্রথমে আশুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। কিন্তু আশুনের ভয়াবহতা এততাই বেশি ছিল যে আশুন কিছুতেই নিয়ন্ত্রন করা যাচ্ছিল না। দফায় দফায় আরও ১০ টি সর্বমোট ১৫ ইঞ্জিনের প্রচেষ্টাতেও এই আশুন নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হয়নি রবিবার সকাল পর্যন্ত। শনিবার রাত ৯ টা নাগাদ আচমকাই আশুন লেগে যায় স্থানীয় প্লাস্টিক তৈরির একটি কারখানায়। আশুন লাগার সাথে সাথেই দ্রুততার সাথে সেটি ছড়িয়ে পড়ে। দাঁড়দাঁড় করে জ্বলতে থাকে প্রাস্টিকের কারখানাটি। স্থানীয়া প্রথমে আশুন নেভানোর কাজে হাত লাগান কিন্তু আশুনের তীব্রতা এততাই বেশি ছিল যে সেটা সম্ভব হয়নি। এরপর দমকল এসে আশুন নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা চালায়। কিন্তু দমকলের ১৫ টি ইঞ্জিনের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টাতেও সেই আশুন নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হয়নি রবিবার সকাল পর্যন্ত। তবে আশুন আশপাশের এলাকাগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে দেননি দমকলের কর্মীরা। প্রাথমিক অনুমান শট সার্কিট থেকে আশুন লেগেছে। এই আশুনের জেরে কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আশুনের ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষ যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। রাতেই এই আশুনের খবর পেয়ে আই সি বারুইপুর, আই সি সোনারপুর, এসডিপিও বারুইপুর, এমনকি পুলিশ সুপারও আসেন ঘটনাস্থলে।

রাস্তা কার্যত পুকুরে পরিণত হয়েছে, অভিযোগ কোন্নগরে

বনম্পতি দে, কানাইপুর, ৩০ জুলাই : বর্ষায় রাস্তা কার্যত পুকুরে পরিণত

হয়েছে, এনানটাই অভিযোগ কোন্নগরের কানাইপুর পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের। রাস্তার মধ্যে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত, তার মধ্যে জমছে বৃষ্টির জল। বেহাল রাস্তার কারণে নিত্যদিন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বাসিন্দারা। পাশাপাশি এই জমা জল থেকে ডেঙ্গি সংক্রমণ ছড়াতে পারে বলে আশঙ্কা গ্রামবাসীদের। হুগলির কানাইপুর পঞ্চায়েতের রিষা বারোজীবী কলেজি থেকে কানাইপুর শিবতলা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ২ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার বেহাল অবস্থা। খানাশন্দে ভরা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছে গ্রামের মানুষ। নিয়মিত ঘটছে দুর্ঘটনা। বারবার রাস্তা সারাইয়ের দাবি জানানো হলো প্রশাসন কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ।রাস্তার বেহালের দশা়র কথা স্বীকার করে নেন কানাইপুর পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান আচ্ছেলাল যাদব। তিনি জানান, ওই রাস্তার জন্য টেন্ডার ইতিমধ্যেই করা হয়ে গিয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের এই সমস্যার কথা জানতে পেরে তিনি আশ্রাস দেন দ্রুত যাতে সেখানে কাজ হয় সেদিকে নজর রাখবেন।



আর এন টেগোর হাসপাতাল পূর্ব ভারতীয় আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তিতে অগ্রগামী। তারা প্রথম রোবট সহায়তায় বাইপাস সার্জারির সাফল্য সঙ্গে সম্পন্ন করে। ত্রিমাত্রিক বা ব্রিডি হাই ডেফিনেশন ইমেজিং এবং রোবোটিক হাত ব্যবহার করে সিনিয়র কনসালটেনে ডাক্তার ললিত কাপুর এবং ডা সহযোগী কার্ডিয়াক বিশেষজ্ঞ সার্জেনরা এই অপারেশনটি সিএ বিজি পদ্ধতিতে সাফল্য সঙ্গে সম্পাদন করে। - নিজস্ব চিত্র।

রিষডায় সারা বাংলা ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, রিষড়া,৩০ জুলাই : রিষরা পঞ্চদশ তলা বাজার বারোয়ারি সমিতিতে ৩৫ তম সারা বাংলা আমন্ত্রণমূলক ইন্দো বাংলা ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। উদ্যোক্তা বিশিষ্ট ক্যারাটে প্রশিক্ষক কোশিরঞ্জন মন্ডল সহযোগিতায় ছিল রয়শতকান ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন মার্শাল আর্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। সারাদিনব্যাপী সারা বাংলা ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় মোট ১৪৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। রাজ্যে প্রায় সব জেলা থেকে ছোট বড় মিলিয়ে এই প্রতিযোগিতা অংশ নিয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ক্যারাটে প্রশিক্ষক কোশিরঞ্জন মন্ডল। জুনিয়র সিনিয়র বিভাগে মার্শাল আর্ট এর কাতা ও কুমুতে এই দুই কৌশলের মাধ্যম ক্যারাটে প্রদর্শন করেন প্রতিযোগিরা। এই

প্রতিযোগিতায় মোট ছয় রকমের কৌশল দেখানো হয় ।ভারত বিখ্যাত শিক্ষক কোশি রঞ্জন মন্ডল জানানলে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর



অনুপ্রেরণায়. এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতায়,ছেলেমেয়েরা অনেক উন্নতি করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যারাটে শিখে শর্মালা, রাজীব দাস, জি সামন্ত, নিজেরাই নিজেদের আত্মরক্ষা করুক তারা দেশের নাম উজ্জ্বল করুক বিশ্বের দরবারে। তিনি এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা আশা করেন ।ওই

দূরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৩০ জুলাই : উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটের বোমা ফেটে উড়ে গিয়েছে শিশুর হাত। রবিবার সকাল এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। আহত শিশুর নাম ইউসুফ মণ্ডল। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে যে। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাড়ির পাশের একটি বাগানে খেলা করছিল ইউসুফ। সেই সময় বল ভেদে বোমা তুলে নেয় সে। তখনই সেটি ফেটে যায়। জান হাত ও শরীরের বেশ কয়েকটি অংশ মারাত্মক জখম হয়। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে আরাজিকর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আহত শিশুর পরিবারের সদস্য বলেন, সকালে খাওয়া-দাওয়া না করেই খেলা করতে গিয়েছিল। সকাল আটটা নাগাদ চিকারের শব্দ শুনতে পাই। পরে জানতে পারি বোমা ফেটে গিয়েছে। ওর হাতেই ফেটে গিয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরিয়ে দিয়েছে আরপিএফ

কলকাতা, ৩০ জুলাই : ২৯.০৭.২০২৩ তারিখে প্রায় ১১,৫০ টায়, বেলাগাছিয়া মেট্রো স্টেশনের প্লাটফর্মে দায়িত্বরত আরপিএফ কর্মীরা একটি মোবাইল ফোন খুঁজে পান। এই ফোনের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পর, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ফোনটি দিয়ে ফোনের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। মাঝে মাঝে, একজন মহিলা যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাইকরণ এবং সমস্ত অফিসিয়াল আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, ফোনটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। তিনি তার হারিয়ে যাওয়া ফোন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

নাথিং ফোন (২)

৩০ জুলাই : গঙ্গা সপ্তাহে, নাথিং, একটি লন্ডন-ভিত্তিক গ্রন্থ প্রযুক্তিগ্ৰন্থ, ফোন (২) উন্মোচন করেছিল যা কর্মনির্ভর, মিডিয়া এবং নাথিং ড্রপস উপস্থিতদের কাছ থেকে একটি দুর্দান্ত প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। ব্যবহারকারীরা এখন নাথিং ওয়েবের জন্য নাথিং আইকন প্যাক দিয়ে তাদের ফোনে (২)’র লুক পুরো করতে পারবেন। এর নূনতম, মনোক্রোম লুকটি ফোনেটিকে কম বিভাজিতর এবং আরও ইচ্ছাকৃত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।।

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই : মদের দোকানে বচসার জেরে ক্রেতাকে পিটিয়ে খুন’ ,ঢাকুরিয়ার ঘটনায় পথ অবরোধ স্থানীয়দের

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই : মদের দোকানে বচসার জেরে ক্রেতাকে পিটিয়ে খুনের মতো গুরুতর ঘটনা খাস কলকাতায়। অভিযোগে দোকানের কর্মীদের বিরুদ্ধে। রবিবার ঢাকুরিয়ার এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযুক্তকে কঠোরতম শাস্তির দাবিতে ঢাকুরি়য়া মোড় অবরোধ করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। এই মুহূর্তে বন্ধ যান চলাচল। ঘটনাস্থলে রবীঃ দ্র সর্বোপর থানার পুলিশ। খবর পেয়ে পৌঁছেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিন্তু কী কারণে এমন মারাত্তিক ঘটনা ঘটল, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঢাকুরিয়ার ওই মদের দোকানে মদ কিনতে যান এলাকারই এক যুবক। তার সঙ্গে দোকানের কর্মীদের কোনও কারণে বচসা হয়। এরপরই ওই ক্রেতাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে কিল, চড়, ঘৃসি মারতে থাকে কর্মীরা। সিসিটিভি ফুটেছে মারধরের ছবি স্পষ্ট। এরপর ক্রেতাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই স্থানীয় বাসিন্দা কার্যত থেপে ওঠেন। ঢাকুরিয়া মোড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করেন। তাদের দাবি, খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের ঘটনের হাতে তুলে দিতে হবে। ফাঁসির দাবি তাহেনে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে রবীন্ড সর্বোপর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৪১ সংখ্যা, সোমবার, ১৪ শ্রাবণ , ১৪৬০

মণিপুরে ‘ইণ্ডিয়া’ জোট

বিজেপি বিরোধী জোট ইণ্ডিয়া মণিপুর সফর করছে। ইণ্ডিয়া জোটের প্রায় সব সদস্যরাই মণিপুর সফর করে সেখানকার পরিস্থিতি দেখে এসে লোকসভায় তা ব্যক্ত করবে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে মণিপুর সফর করতে আসার দিন সেখানকার রাজ্যপাল অনুসূয়া উইকে দশ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিলেন ভাইরাল ভিডিও দুই মহিলার হাতে। তার ফলে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে যে সরকার সচেতন রয়েছে এবং তার সমাধান করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে এটা বেশ বুঝতে পারা গেল। সিবিআই এর রায়ে ভাইরাল ভিডিও তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়েছে। মণিপুর সংঘর্ষ নিয়ে আদালতে ছয়টি মামলা করা হয়েছে। এদিকে বিরোধী দলের সাংসদেরা চূড়ান্তদপূরে গিয়ে

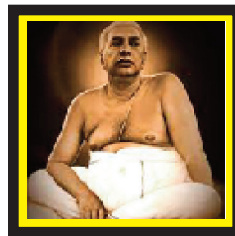
সম্পাদকীয়

উপস্থিত হয়েছে। তবে তার আগেই ক্ষতিপুর দেওয়ার কোনও কথা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে সরকারের প্রধান হিসাবে রাজ্যপাল অনুসূয়া উই সেখানে উপস্থিত হয়ে ভাইরাল ভিডিও দুই মহিলার হাতে দেশ লক্ষ টাকার টেক তুলে দিয়ে বলেছেন পাশে থাকবেন। দুই মহিলার পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। এদিকে বিরোধী জোট ইণ্ডিয়াকে মণিপুরে প্রবেশ করতে দেওয়ার ব্যাপারে বিজেপি দল একেবারে না করেনি। তারাও চাই ছিল বিরোধ জোটের সদস্যরা মণিপুর সফর করুক এবং সেখানে সরকার কি কি কাজ করেছে তার স্বর্যেক্ষে দেখে আসুক। তাহলে আর লোকসভায় এই নিয়ে প্রতিবাদ করবে না বিরোধী দলের সাংসদেরা। সারা ভারত জুড়ে যেভাবে বাম এবং কংগ্রেস দল মণিপুর নিয়ে সোচ্চার হয়েছে তা কিন্তু আগামী লোকসভায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো বিজেপি দল। এবারের বিরোধী জোট ইণ্ডিয়াকে মণিপুরে প্রবেশ করতে দিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করে নিল বিজেপি দল। মণিপুর থেকে ফিরে এসে আর বিরোধী দলের সাংসদেরা লোকসভা এবং রাজ্যসভায় কোনও কথা বলতে পারবে না মণিপুর নিয়ে। সেই কারণে বিজেপি সরকার বিরোধীদের কোনও রকম বাধা দেয়নি। উল্টে বরং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তার ফলে রাজনৈতিক পালনের হওয়া আবার বিজেপির দিকে ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে বিরোধী দলের একজন সাংসদ বলেছেন, সর্বদলকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মণিপুরে আসা উচিত ছিল। এদিকে বিজেপি বিরোধী দলের একজন নেতা বলেছেন, মণিপুরের ঘটনার জন্য মোদি সরকারের ডবল ইচ্ছিন দরী। সেখানকার ঘটনা বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখোশ খুলে দিয়েছে। মণিপুরের সংঘর্ষ যারা অসহায় হয়ে গিয়েছে তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমানে ঋণ গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে ইণ্ডিয়া। এদিকে বিজেপি দলের একজন নেতা বলেছেন ইণ্ডিয়া দল তো ইণ্ডিয়া পরিদর্শন করতে যাচ্ছে। তারা তো ভারতের বাইরে কোনও দেশ পরিদর্শন করতে যাচ্ছে না। ইণ্ডিয়া দলটি এখন মণিপুর নিয়ে পড়েছে। কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে কোনও কথা বলতে শোনা যাচ্ছে না ইণ্ডিয়া দলকে। সেখানে হিন্দুদের বিতারিত করা হচ্ছে। কাশ্মীরের পশ্চিমতেরা আজও কাশ্মীরে প্রবেশ করতে ভয় পাচ্ছে তা নিয়ে ইণ্ডিয়া দলটি কোনও কথা বলছে না। আসলে লোকসভায় নির্বাচনই হল মুখ্য কথা। লোকসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে এখ ইণ্ডিয়া জোট বিজেপি বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তাপপরে কি ইণ্ডিয়া জোটকে না ভেঙে ফেলা হবেতার কোনও উত্তর নেই। আসলে ভোট বড় বলাই। ভোট পেয়ে জয়ী হলেই সব কিছু সবাই ভুলে যায়। ইণ্ডিয় জোট তৈরি হল। কিন্তু তার কোনও ইস্তহার প্রকাশ পেল না। ইণ্ডিয়া জোট কোন পথ ধরে চলবে তার কোনও কথা কেউই জানতে পারলো না।

বাংলাদেশের মন্ত্রী কলকাতায়

বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করতে। তিনি কলকাতা প্রেস ক্লাবে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে বিশেষ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, এ রাজ্যে সদস্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন কি রকম হয়েছে তা সবার জন্য। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন কাউকে বেশি তোয়াক্কা করে না। বরিশালে সম্প্রতি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে এক জনকে ঘুষি মারা হয়েছিল। সেই ঘটনায় নির্বাচন কমিশন সবাইকে থেফতার করার নির্দেশ দিলে সবাইকে থেফতার করা হয়। ঢাকা-১৭ আসনের সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিরো আলমকে মারধর করা হলে নির্বাচন কমিশন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। একজনকে হেনস্থা করা হয়েছিল। সেখ ানে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জাল ভোট পড়ার অভিযোগে উঠতেই নির্বাচনটা বতিল করে দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের নির্বাচন হবে ২০২৪ সালে। তার তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। সেখানকার বিএনপি নেতারা দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে যে শেখ হাসিনার সরকারকে সমানে রেখে সাধারণ নির্বাচন করলে চলবে না। নির্বাচন নিরপেক্ষ করতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে নির্বাচন করতে হবে। সেই রকম ব্যবস্থার কথা সংবিধানে লেখা নেই। বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি অন্য দেশের চেয়ে ভালো বলা যেতে পারে। আমেরিকার তো বিশ্বের একটু বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। সেখানে বিদ্যে রাজনীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। সেখানেও কালো চামড়া সাদা চামড়া লড়াইটা আজও বিদ্যমান। বাংলাদেশে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক যে রকম খারাপ করে হঠাৎ খারাপ হয় পরক্ষমেই দেখতে পাওয়া যায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল। কিছু বিত্বেদকামী মানুষেরা এই বিত্বেদ সৃষ্টি করে সরকারকে বিপদের মুখে ফেলে দিতে চায়। আমেরিকাকে জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যা করে পুলিশ প্রকাশ্যে এবং সেখানকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে সেখানকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপরে আঘাত করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তা কিন্তু বাংলাদেশে হয় না। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়ে পশ্চিমবঙ্গর মানুষেরা এগিয়ে এসেছিল তার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন খুবই কড়া হাতে নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করে থাকে। সেখানকার সংখ্যালঘুদের ওপরে আক্রমণ হলে সরকার থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত

মাথা ঠেকিয়ে পায়

নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর

আয়ুটি ক্ষয়েই যায়।

শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি

তুই বাদ, করলে প্রণাম পাবি

প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ।

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করবে হরে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত করে ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিকে খ

বিদ্রোহী কবি নজরুলের ঐতিহাসিক জবানবন্দি

(পূর্ব প্রকাশের পর)
বিশেষ প্রতিবেদক
আজ ভারতবর্ষ পরাধীন। তার আদিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে, এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো- এ কি সত্য হতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন হয়েছিল, হয়তো সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুস্মান জাগ্রত- আত্মা মাত্রই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায়শাসনক্লিষ্ট বন্দী সত্যের সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার? না- এ আমার কণ্ঠে ঐ উৎপীড়িত নিখিল- নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ। আমি জানি, আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয়-হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আর্ত পীড়িত আত্মার যন্ত্রণা চীৎকার। আমায় ভয় দেখি যে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যায় না। হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারাবাণীই তাদের আরেক জনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।

আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি

ইংলণ্ডই ভারতের অধীন হত এবং নিরঙ্কুত উৎপীড়িত ইংলণ্ডের অধিবাসীবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্যে বর্তমান ভারতবাসীর মত অধীর হয়ে উঠত, আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আমার হতেই রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হয়ে এই বিচারক আমার সম্মুখে বিচারার্থ নীত হতেন, তাহলে সে সময় এই বিচারক আসামীর কাণ্ডগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমি তো তাই এবং তেমনি করেই বলছি।

আমি পরম আত্ম-বিশ্বাসী। আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি- কারো তোষামোদ করিনি, প্রশংসা এবং প্রসন্নের লোভে কারো পিছনে পৌ ধরিনি- আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করিনি, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারী তীর আক্রমণে সমান বিদ্রোহ করেছে-তার জন্যে ঘরে বা বাইরে বিক্রপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার ওপরে পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করিনি, লাভ-লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম

স্ব-উপলব্ধিকে বিক্রয় করিনি,

নিজের সাধনলব্ধ আত্মপ্রসাদকে খ টোটা করিনি, কেননা আমি ভগবান প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা, আমি যে কবি, আমার আত্মা সত্যদ্রষ্টা সর্বনাশা নিশানপুচ্ছে মন্দিরের দেবতা-নট-নারায়ণ রূপ ধরে ধ্বংস-নাচন নেচেছিলেন। এ ধ্বংস-নৃত্য-নবসৃষ্টির পূর্বসূচন। তাই আমি নির্মম নির্ভীক উন্নত শিরে ধরেছিলাম, তাঁর তূর্য বাজিয়েছিলাম।



লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না। আমি অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না। তা হলে যে আমার দেবতা আমায় ত্যাগ করে যাবে। আমার এই দেহ-মন্দির জাগ্রত-দেবতার আসন বলেই তো লোকে এ মন্দিরের পূজা করে, শ্রদ্ধা দেখায়, কিন্তু দেবতা বিদায় নিলে শূন্য মন্দিরের আর থাকবে কি? একে

শুধাবে কে? তাই আমার কণ্ঠে কালভৈরবের প্রলয়তূর্য বেজে উঠেছিল, আমার হাতে ধুমকেতুর অগ্নি-নিশান দুলে উঠেছিল, সে সর্বনাশা নিশানপুচ্ছে মন্দিরের দেবতা-নট-নারায়ণ রূপ ধরে ধ্বংস-নাচন নেচেছিলেন। এ ধ্বংস-নৃত্য-নবসৃষ্টির পূর্বসূচন। তাই আমি নির্মম নির্ভীক উন্নত শিরে ধরেছিলাম, তাঁর তূর্য বাজিয়েছিলাম।



অবশ্যজ্ঞানী মহারত্নের তীর আত্মা আমি শুনেছিলাম, তাঁর রক্ত-আঁখি র হুকুম আমি ঈঙ্গিতে বুঝেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমি সত্যরক্ষার, ন্যায়-উদ্ধারের, বিশ্ণুপ্রলায়বাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্যামশ্মশানের মায়ানিদ্ৰিত ভূমিতে আমায় তিনি পাঠিয়েছেন অগ্ধদূত তূর্য-বাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা

সতীদাহ প্রথা বন্ধের প্রস্তুতি পর্ব

জব চার্নকের যুগে সতীদাহ প্রথার চিত্রটা তুলে ধরলে বুঝতে পারা যাবে যে এই প্রথাটা কতখানি হিন্দু সমাজকে উন্নত জাত হতে বাধা দিচ্ছিল। তার সঙ্গে ছিল বহু বিবাহ প্রচলন এবং জাতিভেদ প্রথা। বহু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বাংলায় এসেছেন। তারা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পদ দেখে। তারা অবাক হয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন যে বাংলায় শিক্ষা দীক্ষায় এবং সংস্কৃতিতে এত উন্নত হলেও বাসিন্দারা কেন এখনও অন্ধকারে? সেই নিয়ে ভাবতে গিয়ে উদারপন্থী ইংরেজরা অনুভব করতে পারেন ধর্মীয় কুসংস্কারই বাংলাকে অন্ধকারে ফেলে রেখেছে। বাংলাকে নতুন করে জাগরিত করতে গেলে প্রয়োজন হল নারী শিক্ষার প্রচলন। হিন্দুদের অন্দর মহল থেকে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্লোগান তৈরি রাস্তা প্রস্তুত করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে নারী শিক্ষা এবং তাদেরকে সংস্কৃতিবান করে তোলা। আমি আগেই বলেছি যে ইংরেজদের উচ্চ পদস্থ কর্মীরা ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করতো না। সবাই তো জব চার্নকের মতো সাহসী ছিলেন না। ফলে সময় নিয়েছে বাংলায় নারী জাগরণ হতে। অপেক্ষা করতে হয়েছে রাজা রামমোহন রায়ের মতো একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তির। ইংরেজরা একজন স্বদেশি নায়কের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন যিনি বাংলায় ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলবেন। প্রতিবাদের ঝড় তুলতে থাকবেন। ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবেন। সতীদাহ প্রথাকে সমানে রেখে রাজা রামমোহন রায় এগিয়ে এলেন ধর্মের বিরুদ্ধে প্রথম স্লোগান তুলতে। আর সেই পথটা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন জর্ব চার্নক। জব চার্নককে বাংলার প্রথম বিদেশি জমাই বলে গণ্য করা যেতে পারে। তিনি প্রথম দেখালেন একজন সতী হওয়া মহিলার জীবন রক্ষা করে তাঁকে নিজের স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া অসম্ভব নয়। ইংরেজরাও চাইছিলেন সতীদাহ প্রথা বন্ধ হোক। জব চার্নকের মনোবাঞ্ছনা পূরণ হোক। সতীদাহ নিবারণ করার ব্যাপারে ইংরেজরা রাজা রামমোহন রায়কে সহযোগিতা করতে শুরু করলেন। ১৮১৮ সালে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। ১৮১৮ সালের শেষ দিকে তিনি কালীঘাটের একটি মেয়েকে সতী হওয়ার সংকল্প থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করছিলেন তার উল্লেখ আছে ১৮১৮ সালের এশিয়াটিক জার্নালে। রামমোহনের আগে সতীদাহ প্রথার নিষ্ঠুরতার আন্দোলন করেছিলেন খৃষ্টান মিশনারীরা। ফেট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ বুকানন, অধ্যাপক কোলব্রুক ও উইলিয়াম কেরি, ডেভিড হেয়ার এমনকী স্যার উইলিয়াম জোন্সও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কোম্পানির রাজত্বে প্রথম আমলে মিশনারীরা এ দেশীয়দের কল্যাণ কানায় আন্দোলন শুরু করলে পাছে হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায় সেই আশঙ্কায় তারা নিরস্ত হয়েছিলেন। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন একজন স্বদেশিকে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সোচার হবেন। ঠিক সেই সময়ে কলকাতায় ১৯১৪ সালে এসে উপস্থিত হলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে। তখন কলকাতায় শুরু হয়ে গিয়েছে ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতির পরিকাঠামো। খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা এসে উপস্থিত হচ্ছেন। তারা অবাক হয়ে দেখছেন বাংলার সম্পদ ভাণ্ডার অপরিসীম। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে বাংলা এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু কয়েকটি ধর্মীয় কুসংস্কার বাংলার প্রকৃত উন্নয়নের গতিপথটাকে রুদ্ধ করে দিতে বাধ্য করছে। উন্নত ভাষা, শিক্ষা সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও বাংলা এগোতে পারছে না ধর্মীয় কুসংস্কারের জন্য। জাতিভেদের জন্য। মিশনারীরা অপেক্ষা করতে থাকলেন এমন একজন প্রতিবাদী নেতা যিনি বাংলার ভূমিপুত্র হিসাবে পরিচিত। ঠিক সেই সময়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন রাজা রামমোহন রায়। “শুদ্ধ সিংহ” নামে একটি বইতে সতীপ্রথার শাস্ত্রীয় অযৌক্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়। সতীপ্রথা আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে পরিণত করার জন্য রাজা রামমোহন রায় যুক্তিবাদী পুস্তিকা লিখে প্রচার শুরু করতে থাকলেন। সতীদাহ প্রথা নিয়ে সৃষ্টি হল দুটি পক্ষ। এক পক্ষ সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আর একটি পক্ষ সতীদাহ প্রথার পক্ষে চালিয়েছিল তুমুল আন্দোলন। ঐদের পাণ্ডা ছিলেন ধর্মসভা-নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব ও “সমচাির চক্রিকা”র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐদের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও শহরের লোকেরা ক্রমশই সতীপ্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে শুরু করলেন। ১৮২৫ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতার সন্নিকটে একটি নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটে যাতে হিন্দু বিধবাদের সহমরণ প্রথা নিবারণ সম্বন্ধে আন্দোলন আরও জোরালো হয়ে ওঠে। ঘটনাটি লর্ড আমহার্স্টের স্ত্রীর দৈনিক ঘটনালিপি থেকে জানা যায়। ঘটনাটি হলো এই রকমঃ (ক্রমশঃ)

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০ কার্যকরের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র এআইডিএসওর

ভারতবর্ষের নবজাগরণের মহান মনীষী ও আধুনিক শিক্ষার অন্যতম পথিকৃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৩৬ তম প্রয়াণ দিবসে ছাত্র সংগঠন এআইডিএস ও’র অন্নম রাজা কমিটির আহ্বানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নীত করা এবং শিক্ষা বিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ কার্যকরী করার নামে শিক্ষার গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক চরিত্রকে ধ্বংসের অপচেষ্টা বন্ধের দাবি সহ অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের তীব্র বিরোধিতা করে আজ শুক্রবার করিমগঞ্জে ও জেলাশাসক মারফত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয।

স্মারকলিপি তে উল্লেখ করা হয়েছে যে,প্রথমতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনকালে দেশের পন প্রজন্মকে আধুনিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শরশ্রুতি চরিত্রপাধ্যায়, মূলি প্রেমচন্দ, জ্যোতি প্রসাদ আগরওয়াল প্রমুখ নবজাগরণ আন্দোলনের মহান দার্শনিক আধুনিক শিক্ষার প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত কয়েকজনে তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমলাতন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত রেখে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা। তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশ থেকে তোলার বিরত রাখার পক্ষে ছিলেন না। স্বাধীনতা আন্দোলনের মনীষীদের স্বপ্ন ছিল ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রেখে সম্পূর্ণ স্বাধীকারে প্রদান করা। কিন্তু স্বাধীনতার পর পুঁজিপতি শ্রেণীর তল্লাবাহক ক্ষমতাসীন সরকারগুলো চূড়ান্ত সংকটপূর্ণ পূর্জিবাদকে রাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে শিক্ষা সংকোচন নীতি অবলম্বন করে চলেছে। ভারতবর্ষের সংবিধানে জনসাধারণকে ন্যায়সঙ্গত দাবি উত্থাপনের ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন গড়ে তোলার অধিকার প্রদান করেছে তাই শিক্ষার উপর নেমে আসা আক্রমণের বিরুদ্ধে ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকদের আন্দোলন সংগঠিত করার অধিকার সংবিধান প্রদত্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। দেশের সচেতন নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাপ্রেমী জনসাধারণের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০২০ কার্যকর করার কৌশল হিসেবে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে শিক্ষার সামগ্রিক ব্যক্তিগতকরণ, ব্যবসায়ীকরণ ও শিক্ষার প্রাণসভ্য ধ্বংসের যে নীল নক্সা রচিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে যাতে গণিত ইংরেজিতে পড়ানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত

কোনো ধরনের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আন্দোলন

গড়ে উঠতে না পারে তার জন্য সরকার ছাত্র ও শিক্ষকদের সংবিধান প্রদত্ত সমস্ত অধিকার কেটে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক নির্দেশনা জারি করেছে। নির্দেশনায় শিক্ষকদের এমনসব ক্ষমতা প্রদান করেছে যাতে ন্যায়সঙ্গত ছাত্র আন্দোলনে যোগদান থেকে ছাত্র ছাত্রীদের আটকে রাখা যায়। শিক্ষকের উপর খণে নেমে আসার নির্দেশনা থাকায় এর অনাথ্য করতেও কেউ সাহস পারে না। অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনে দেখা গেছে যে শিক্ষকেরা ছাত্র-ছাত্রীদের দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করতেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর শিক্ষক শ্রদ্ধেয় বেধীমাধব দাস তাঁকে দেশের কাজে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ প্রধান শিক্ষকদের অন্যান্য শিক্ষককে শাস্তি প্রদানের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান এবং সামাজিক মাধ্যমে শিক্ষকদের মন্তব্য করা থেকে বিবত রাখার নির্দেশনা আসলে শিক্ষকদের প্রতিক্রিাদী কণ্ঠকে রোধ করার অপচেষ্টার বাইরে অন্য কিছু নয়। তৃতীয়তঃ জনগণের দানে গড়ে উঠা সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিকাঠামো ব্যবহার করে দেশের মনীষীদের জীবনী চর্চা ও তীব্র সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার পরিপূরক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়ার যে সুযোগ গ্রাথাম ও শহরাক্ষলের জনসাধারণের ছিল নতুন নির্দেশনায় তাতে নিষেধাজ্ঞা জারি ও বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আধিকারিকের কাছ অনুমতি নেওয়ার ফরমান বাস্তবে নবপ্রজন্মকে উন্নত সংস্কৃতি চর্চা থেকে সুপরিকল্পিতভাবে বিবত রাখার অপচেষ্টা। চতুর্থতঃ দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ভাষাবিদদের অভিমত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের পরাধমিক পর্যায়ে মাতৃভাষাতে পড়াশোনা করানো দরকার, যাতে প্রতিটি বিষয় সহজ অধ্যয়ন করতে পারে। উন্নত বিজ্ঞান আহরণের প্রয়োজনে মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা গুরুত্ব দিয়ে পড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ভাষা বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন। অথচ ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত “অটোমেটিক পরীমোশন” প্রচলিত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও পরিকাঠামোর অভাবে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা পঞ্চম শ্রেণীর ৫৬ এর বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে নয়। পর্যন্ত যেখানে মাতৃভাষায় লিখতে পারে না সেখানে আমাদের রাজ্যে ষষ্ঠ শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও নীল নক্সা রচিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে যাতে গণিত ইংরেজিতে পড়ানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত

ছিল তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি। তিনি জানতেন, প্রথম আঘাত আমার বুকেই বাজবে, তাই আমি এবারকার প্রলয়ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে করে নিজেকে গৌরাবান্বিত মনে করছি। কারাগারমুক্ত হয়ে আমি আবার আঘাতচিহ্নিত বুকে, লাঞ্ছনা-রক্ত-ললাচে, তাঁর মারণবাঁচা চরণমূলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব, তখন তাঁর সকরণ প্রাসাদের মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জীবনী আমায় শ্রান্ত, আমায় অনুপ্রাণিত করে তুলবে। সেদিন নতুন আদেশ মাথায় করে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ আমি আবার তাঁর তরবারি ছায়াতলে গিয়ে দণ্ডায়মান হব।

সেই আজো-না-আসা রক্ত-উষার আশা, আনন্দ, আমার কাবাসকে-অমৃতের পুত্র আমি, হাসি-গানের কলোচ্ছ্বসে স্বর্ণ করে তুলবে। চিরশিশু-প্রাণের উজ্জ্বল আনন্দের পরশমণি দিয়ে নির্যাতিত লোহাকে মণিকাক্ষনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন। আমার ভয় নেই, দুঃখ নেই, কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ-পীড়া-নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধুমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি-মশাল

হয়ে অন্যায় অত্যাচারকে দক্ষ করবে। আমার বন্ধি-এরাগ্নেমেরে সারথি হবেন এবার স্বয়ং রত্ন ভগবান। অতএব মাউঃ! ভয় নেই।

কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধার-শান্ত কোল অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে। পরাধীন অসহিষ্ণী জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কি না জানি না, যদি হয় বিচারকের অশ্রুসিক্ত ধন্যবাদ দেব। আবার বলছি, আমার ভয় নেই, দুঃখ নেই। আমি ‘অমৃতস্যা পুত্রঃ’। আমি জানি- ঐ অত্যাচারীর সত্যপীড়ন আছে তার আছে ক্ষয়,

সেই সত্য আমার ভাগ্য বিধাতা যার হাতে শুধু রয়।’ প্রেসিডেন্সি জেল, কলকাতা ৭ জানুয়ারি, ১৯২৩, রবিবার-দুপুর। (সমাপ্ত)
(নজরুল বলেছেন যে বিশ্ণুপ্রলায়বাহিনীর লালসৈনিক, কিন্তু তিনি ভুলতে পাচ্ছেন না যে তিনি আসলে অমৃতের পুত্র, ভগবানের হাতের বীণা। তাঁর হাতের ধুমকেতু ভগবানেরই হাতের অগ্নিমশাল। সে ঈশ্বরপ্রেরিত। কিন্তু চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের এত-শত তলিয়ে দেখার আশে নেই। তার বিধিবাঁ বিচার করবার কথা, সে বিচারের কোন ক্রটি হয় না, নজরুল দোষী সাব্যস্ত হলেন। শাস্তি এক বছরের কারাবাস।)

রবীন্দ্র কুমার শীল

কুতুব মিনার দিল্লির প্রাচীনতম দৃর্ঘযুক্ত শহর লাল কোটে অবস্থিত। ১১৯৯ এবং ১২২০ সালের মধ্যে এটি নির্মিত হয়েছিল। আফগানিস্তানের জামের ৬২ মিটার আল-ইট মিনারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ১১৯০ সালের সময় থেকেই এটা তৈরি করা শুরু হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কুতুব মিনারটি লাল কোটের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয়েছিল ‘খিল্জিকার দুর্গ’ বলে পরিচিত ছিল। ১১৯৯ সালে কুতুব-উদ-দিন আইবক এই মিনারটি নির্মাণ করেছিলেন। মিনারের গায়ে ব্রাহ্মি এবং সংস্কৃত লিপিতে যাদ্যিত করা রয়েছে। লিপিকে অনুসরণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে আগে চন্দ্র নামক একজন পরাক্রমশালী রাজা স্বরূপে নির্মাণে নাম দিয়ে পাহাড়ে বিষ্ণুধ্বজ হিসাবে স্থাপন করা হয়েছিল। ১৫০৫ সালে ভূমিকম্পের পর মিনারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা মোরামত করেছিলেন সিকান্দার লোদি। ১৮০৩ সালে ১১ সেপ্টেম্বর আবার ভূমিকম্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হল। তখন ব্রিটিশ সেনা বিভাগের মেজর রবার্ট স্মিথ ১৮২৮ সালে সংস্কার করেছিলেন। ১৮৪৮ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ নির্দেশে কাপোলাটি নামানো হয়েছিল। কুতুব মিনারের পূর্ব দিকে তাকে আবার প্রতিস্থাপন করা হয়। এদিকে স্মিথের বোকাми বলে পরিচিত। ঘুরি বয়সের লোকেরা কুতুব মিনার তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১১৯৩ সালে কুতুব আল দিন আইবেক দিল্লি জয় করেন। কুতুবের উচ্চতা ৭২.৫ মিটার। ইট দিয়ে তৈরি। ৩৭৯টি সর্পিলা সিঁড়ি রয়েছে। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের প্রাক্তন আঞ্চলিক পরিচালক ধরমশীর শর্মা দাবি করেছেন কুতুব মিনারটি পঞ্চম শতাব্দীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সূর্যের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে এটি নির্মিত করেছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল এটিকে হিন্দুত্বের পবিত্র মিনার বলে উল্লেখ করেছে।



কুতুব মিনার দিল্লির প্রাচীনতম দৃর্ঘযুক্ত শহর লাল কোটে অবস্থিত। ১১৯৯ এবং ১২২০ সালের মধ্যে এটি নির্মিত হয়েছিল। আফগানিস্তানের জামের ৬২ মিটার আল-ইট মিনারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ১১৯০ সালের সময় থেকেই এটা তৈরি করা শুরু হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কুতুব মিনারটি লাল কোটের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয়েছিল ‘খিল্জিকার দুর্গ’ বলে পরিচিত ছিল। ১১৯৯ সালে কুতুব-উদ-দিন আইবক এই মিনারটি নির্মাণ করেছিলেন। মিনারের গায়ে ব্রাহ্মি এবং সংস্কৃত লিপিতে যাদ্যিত করা রয়েছে। লিপিকে অনুসরণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে আগে চন্দ্র নামক একজন পরাক্রমশালী রাজা স্বরূপে নির্মাণে নাম দিয়ে পাহাড়ে বিষ্ণুধ্বজ হিসাবে স্থাপন করা হয়েছিল। ১৫০৫ সালে ভূমিকম্পের পর মিনারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা মোরামত করেছিলেন সিকান্দার লোদি। ১৮০৩ সালে ১১ সেপ্টেম্বর আবার ভূমিকম্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হল। তখন ব্রিটিশ সেনা বিভাগের মেজর রবার্ট স্মিথ ১৮২৮ সালে সংস্কার করেছিলেন। ১৮৪৮ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ নির্দেশে কাপোলাটি নামানো হয়েছিল। কুতুব মিনারের পূর্ব দিকে তাকে আবার প্রতিস্থাপন করা হয়। এদিকে স্মিথের বোকাми বলে পরিচিত। ঘুরি বয়সের লোকেরা কুতুব মিনার তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১১৯৩ সালে কুতুব আল দিন আইবেক দিল্লি জয় করেন। কুতুবের উচ্চতা ৭২.৫ মিটার। ইট দিয়ে তৈরি। ৩৭৯টি সর্পিলা সিঁড়ি রয়েছে। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের প্রাক্তন আঞ্চলিক পরিচালক ধরমশীর শর্মা দাবি করেছেন কুতুব মিনারটি পঞ্চম শতাব্দীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সূর্যের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে এটি নির্মিত করেছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল এটিকে হিন্দুত্বের পবিত্র মিনার বলে উল্লেখ করেছে।

সম্পাদক সমীপেষু

বর্তমানে রাজনীতি কেউ বোঝে বলে মনে হয় না। কারণ বর্তমানের নেতাগুলো প্রতিদিন সকালে উঠে একে অপরের কুংসা করি দিন শুরু করেন। এটাকে রাজনীতি বলে জানে। কি বিজেপি কি কংগ্রেস কি সিপিএম বা তৃণমূল কংগ্রেস, সকলেই প্রায় কারেক না ফাকর নিন্দা করেই দিন শুরু করে। সাধারণ মানুষেরে কাজ তারা কেউ করেন কিনা সন্দেহ রয়েছে। তবে এখানে বলতেই হবে একা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই সাধারণ মানুষেরে জানা কাজ করেন। থাকিরা এই রাজনীতির কিছুবোঝে না বলেই মনে হয়। সামনেই ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন। সেখানেই এই সমস্ত উল্লেখ নেতারা কে কার থেকে এগিয়ে রয়েছে তা নিয়ে লড়াই শুরু করবে। কিন্তু মানুষেরে জন্য কলুষটা কাজ করারবনে তা নিয়ে প্রশ্ন এখনই উঠছে। তাই আগে থেকে সাবধান করছি, সকলেই ভেবে নিচন্তে নেতা বা দল নির্ণয় করবেন না। হলেই বিপদ।

অভিজিৎ পুরকায়স্থ, বেহালা।

বিষ খাইয়ে হতা

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ জুলাই : রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের কেবল পাড়া এলাকার এক ব্যক্তির নিজের স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসী থেকে শুরু করে মেয়ের পরিবারের লোকেরদের। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। জানা যায় মৃত এই মহিলার নাম প্রমিলা ধর(৩২)। দীর্ঘ ১৬ বছর আগে সামাজিক মতে শিকারপুর অঞ্চলের কেবল পাড়া এলাকার বাসিন্দা অমল ধরের সাথে বিয়ে হয়েছিল ওই মহিলা। চার বছরের এক শিশু সন্তান রয়েছে। জানা যায় দীর্ঘ বেশ কিছুদিন থেকে পরিবারে শুরু হয়েছিল অশান্তি। অশান্তির মূল কারণ হিসেবে ছিল জুয়া খেলে বারবার টাকা হেরে এসে বাড়িতে অশান্তি সৃষ্টি করত। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে এলাকাবাসী হঠাৎই শুনতে পায় বাড়ির ভেতরে চিৎকার-চঁে চ্যামেচি চলছে। এলাকাবাসীরা বাড়ির ভেতরে গেলে দেখতে পায় মহিলা বিষ পান করে মাটিতে পড়ে রয়েছে এবং তার স্বামী বসে রয়েছে। এলাকাবাসী জিজ্ঞাসাবাদ করতে ওই মহিলার স্বামী তাদের বলেন, আমার কোন দরদ নেই, আপনাদের ইচ্ছা থাকলে আপনারা শুকে হাসপাতালে নিয়ে যান। আমি নিয়ে যেতে পারবো না। অবশেষে এলাকাবাসীরা বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক অবস্থার অবনতি দেখে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মৃত্যু হয় ওই মহিলার। বিকাল চারটা নাগাদ মরদহ নিয়ে আসা হয় বাড়িতে। উপস্থিত ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবারের লোকেরা।

প্রতিবাদী মিছিল

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া র্লকের ঘোষপুকুর রোজা মিস্টিকা ক্যাথলিক চার্চের পক্ষ থেকে রবিবার একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শুরু হয়ে চাঁচি থেকে মৈলানি জোত হয়ে পুনরায় ঘোষপুকুর এসে শেষ হয়। সেখানে মণিপুরের মহিলাদের শান্তি কামনায় প্রার্থনা করেন সকলে। উপস্থিত ছিলেন চার্চের ফাদার এডওয়ার্ড কিরকেটা, রিনা এক্সা সহ আরও অনেকে। এই র্যালিতে এনীন ছোট ছোট শিশু থেকে মহিলারা সিমিহ হয়েছিলেন। ফাদার এডওয়ার্ড কিরকেটা জানান, মণিপুরের ঘটনা খুব নিন্দনীয়। এটা কাম্য নয়। দেবীঘরে উপযুক্ত শাস্তির দাবি করি এবং যাদের সাথে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তাদের শাস্তির কামনা করছি। আদিবাসী মহিলাদের উপর এভাবে অত্যাচার মেনে ওগো যায় না। পাশাপাশি রিনা এক্সা জানান, যেভাবে মণিপুরের ঘটনা ঘটেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মহিলারা মায়ের তুল্য। তাই তাদের সাথে এ ধরনের আচরণ করা ঠিক নয়। পরবর্তীতে এই ধরনের ঘটনা যাতে না হয় প্রশাসনের কাছে সেটিই আবেদন করব।

কার্যালয়ে আগুন

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ জুলাই : কোচবিহারে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের শহর ব্লকের কার্যালয়ে আগুন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ হঠাৎই ঘর থেকে থোয়া বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই তা ভয়াবহ আকার নেয়। খবর পেয়ে দমকল বিভাগের কর্মীরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা সায়েনদীপ গোস্বামী বলেন, আগুন লেগে কার্যালয়ের একটি কম্পিউটার সহ গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু নথিপত্র পুড়ে গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা, শট সার্কিট থেকেই এটা হয়েছে। যদিও যত্নস্বত্বের আশঙ্কাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। শট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক অনুমান দমকল বিভাগের।

বৃষ্টি আর সমুদ্রের জলে উচ্ছ্বাসে মাতলেন পর্যটকরা

দূরন্ত বার্তা, দিঘা, ৩০ জুলাই : রবিবার দিঘার সমুদ্র সৈকতে আকাশ কালো করে বেঁপে এল মুষলধারে বৃষ্টি। আর তাতেই সৈদার স্নান সারলেন পর্যটকরা। রবিবারীয় বৃষ্টিতে এবং তার সঙ্গে সমুদ্রের আছড়ে পড়া ডেউ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল পর্যটকদের কাছে। বর্ষার বারিধায়ের সঙ্গে সমুদ্র সৈকতের ডেউ মেলায় ভিড জমালেন পর্যটকরা। পর পর ছুটি থাকায় এখানে এসেছেন পর্যটকরা। আর আজ যেন দিঘায় আসার পয়সা উসল হয়ে গেল। শুক্রবার রাতেই পর্যটকরা এখানে চলে আসেন। শনিবার ছিল মরমেব ছুটি। আর রবিবার এমনই ছুটি থাকে। সেখানে রবিবার কাটিয়ে অনেকে বাড়ি ফিরবেন। তার আগে এখন নৈসর্গিক আনন্দ মেলায় মেতে উঠলেন পর্যটকরা। প্রকৃতির এই নির্বচনীয় মহিমা দেখে সমুদ্র স্নানে ভিড জমালেন পর্যটকরা। উপকূলীয় সৌন্দর্য তাঁদের এতটাই আকৃষ্ট করেছিল যে, সমুদ্র থেকে উঠতেই চাইছিলেন না। বর্ষার বারিধারা যেন গ্রাণে ফুঁটের স্নেহজ নিয়ে এরা। তাই রবিবার দিঘা সমুদ্র সৈকতজুড়ে দেখা মিলল ঠাসা পর্যটকদের এবং বর্ষা যতদিন সেভাবে আত্মবকাশ করেনি ততদিন পর্যটকরা এলেও দিনের বেলা সমুদ্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। আর আজ সেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে করলেন তাদের স্নান। সঙ্গে উল্ল একের পর এক স্নানের স্লেগিকা। এদিকে এখন রাজাজুড়ে বর্ষা এসেছে থমকে থমকে বৃষ্টি হচ্ছে। এই বছর পঞ্চাশ পরিমাণ বৃষ্টিপাতের দেখা মিলছে না। তবে আজ মুষলধারে বেশ কিছুক্ষণ টানা বৃষ্টি হওয়ায় পরিস্থিতি মুহূর্তে পাল্টে যায়। দিঘার সমুদ্র সৈকতে আনন্দ উপভোগ করতে নেমে পড়েন পর্যটকরা। ভিডে ঠাসা সৈকত যেন এক টুকরো দ্বীপ। বৃষ্টিতে ভিজে সমুদ্রে নেমে গরমকে যেন আলবিদ্যা জানাছিলেন পর্যটকরা। আর এই বৃষ্টিতে ভিজে স্নান সেরে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন পর্যটকরা। এদিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা



ছিল ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয় নানা জায়গায়। তবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস দেয়নি আবহাওয়া দফতর। অনাদিক্তে দিঘা এমনকিইে বাঙালি পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন স্থান। ইদানিং আবার দিঘায় আকর্ষণের নতুন ঠিকানা হয়েছে ‘ডেউ সাগর’। প্রত্যেকদিন কয়েক হাজার মানুষ এই ডেউ সাগর দেখতে ভিড জমান। উপকূল অঞ্চলে এই বিনোদন পার্ক অনেকটাই পর্যটকের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এবার এই দু’দিনের ছুটিতে ভিড জমালেন পর্যটকরা সৈকত নগরীতে। দু’দিন আগে থেকে ভিড বাডতে থাকায় মুখে হাসি ফুটেছে হোটেল ব্যবসায়ীদের। গুলু দিঘা থেকে নিউ দিঘার সমুদ্র সৈকত আজ যেন পর্যটকদের কাছে প্রকৃতির কাছে ধরা দেওয়ার সামিলা।

শুভেন্দুর ইঙ্গিতে আশঙ্কায় তৃণমূল

দূরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৩০ জুলাই : নন্দীগ্রাম ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনের আগে শুভেন্দু অধিকারী বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন। মালের দায়িত্ব আরোহীর কথা মনে করাতেই কাঁপুনি ধরেছে শাসক তৃণমূলের অন্দরে। ফলে আগামী দিনে জমজমাট খেলার অপেক্ষায় রাজনৈতিক মহলা নন্দীগ্রাম ১ ও ২ নং ব্লক মিলিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ৫১। তার মধ্যে নন্দীগ্রাম ২ নং ব্লকের ২১টি আসনে বিজেপি জিতেছে ১৪টিতে, তৃণমূল কংগ্রেস সাতটিতে। নন্দীগ্রাম ১-এ ৩০টি আসনে দুই দলই জিতেছে ১৫টি করে আসনে। নন্দীগ্রাম ১ নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির আসনে জয়ী ১৫ বিজেপি প্রার্থী কলকাতা হাইকোর্ট থেকে রক্ষাকবচ পেয়েছেন। মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে গ্রেফতারির আশঙ্কা করেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। মিলেছে ১৬ আগস্ট অবধি রক্ষাকবচ। এই দিনের মধ্যেই ব্রিস্তর পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার নন্দীগ্রামে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘মন কি বাত’ শোনার পর শুভেন্দু বলেন, আমাদের প্রার্থীদের যে রক্ষাকবচ নিতে হয়েছে এটাই লজ্জার। বোর্ড গঠনের যা পদ্ধতি তাই মেনেই হবে। দুই দলের ১৫ জন লড়াই ভোট দিলে সভাপতি নির্বাচনে টস হয়। আমাদের জেতা প্রার্থীরা আদর্শগত লড়াই লড়েছেন। তারা একসঙ্গেই ভোট দেনো। শুভেন্দুর কথায়, আশা করব ওদের ১৫ জন ওদের সঙ্গেই থাকবেন। সেক্ষেত্রে সভাপতি নির্বাচনে টস হবে। যিনি জিতবেন স্যোরম্যান, ভাইস স্যোরম্যান বাছাইয়ের সময় তিনি সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতি নির্বাচনের সময় ইলেকশন অফিসারের উপস্থিতিতে উভয় পক্ষ রাজি হলে টস হবে, বা লটারিতে নাম লিখে তৃতীয় পক্ষ দিয়ে তোলা হবে। যে লস জিতবে স্যোরম্যান, ভাইস স্যোরম্যান সেই দলের হবে। কেন না, সভাপতির কাসিং ভোট থাকে। ব্যালট সমান-সমান হলে সভাপতির কাসিং ভোট গুরুত্বপূর্ণ। শুভেন্দু জানিয়ে দেন, আমাদের ১৫ জন এককট্র। তাঁরা একসঙ্গেই থাকবেন, ভোট দেবেন। যদিও ওদের (তৃণমূল) ১৫ জনকে ঠিক রাখার দায়িত্ব আমার নয়। মালের দায়িত্ব আরোহীরা। শুভেন্দুর বক্তব্যের শেষটুকুই কাঁপুনি ধরাচ্ছে তৃণমূলে। কোন দূসরা বা গুণগল অপেক্ষায় রয়েছে, সেটা নিশ্চই চলছে জঙ্কনা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট লুঠ নিয়ে এদিনও সর্বব

বন্ধুদের হাতে খুন হল এক স্কুলছাত্র

দূরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৩০ জুলাই : জামুড়িয়ায় বাড়ির কাছেই মাঠ থেকে উদ্ধার ১৮ বছরের কিশোর ছাত্রের ক্ষতবিক্ষত দেহ। শনিবার রাতে বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি আনন্দ কেশরী নামে ওই যুবক। সকালে মাঠে তাঁর দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। ঘটনায় মৃতের ২ বন্ধুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে জামুড়িয়া থানা। তাদের মধ্যে একজন খুনের কথা কবুল করেছে বলে দাবি পুলিশের। জানা গিয়েছে, মৃত স্কুল পড়ুয়ার নাম আনন্দ কেশরী (১৮)। ধৃত ১৭ বছরের কিশোর মৃতের প্রতিবেশী ও তার বন্ধু। জামুড়িয়া হিদি হাইস্কুলের পড়ুয়া ছাত্র আনন্দ কেশরী। পাশাপাশি বিভিন্ন দোকানে মুখরোচক সরবরাহ করতেন আনন্দ। পরিবারের তরফে জানানো হয়। শনিবার কাজ সেরে বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়া করে ওই কিশোর। রাত ১০টা নাগাদ বলেন, কয়েকটা দোকানে মাল দিতে হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসব। কিন্তু রাত গভীর হলেও ছেলে ঘরে না ফেরায় খোঁজ শুরু হয়। সারা রাত খোঁজ করেও আনন্দকে পাওয়া যায়নি। সকালে স্থানীয়রা থানার থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে নালি শ্বশান ক্ষতবিক্ষত দেহে একটি মাঠে কিশোরের পুকুরের কাছে এভাবে খুঁজতে দেখে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দেহের



মাথা, বুকসহ একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এর পর পরিচিতিদের কাছ থেকে পরিবারের লোকেরা জানতে পারেন, শনিবার রাতে ওই মাঠে বসেই বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল সে। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে আসানসোল হাসপাতালে পাঠায়। এর পর আটক করা হয় মৃতের ২ বন্ধুকে। লাগাতার জেরায় তাদের একজন খুনের কথা স্বীকার করেছে বলে দাবি পুলিশের। তবে কেন কিশোরকে এভাবে খুন হতে হল তা এখনো জানাতে পারেনি পুলিশ। মৃতেরা কাঁকা জানিয়েছেন, আমরা পুকুরের কাছে একটি মাঠে কিশোরের ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে থাকতে দেখে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দেহের

লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরুর নির্দেশ



গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৩০ জুলাই : সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন, যেখানে রাজ্যে বিজেপি বেশ কিছু এলাকায় পঞ্চায়েত দলল করেছে ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। এমনতরোয় রাজ্য তথা দেশজুড়ে অযোযিত হলেও লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছে সব রাজনৈতিক দল। বিগত দিনের ভুল ও খামতিগুলোকে পূনরাবৃত্তি না করার লক্ষ্য নিয়ে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচিও নিতে দেখা গেছে এ রাজ্যে শাসক বিরোধী সব শিবিরেই। আর রবিবার নব্বদীপ শহরের প্রাচীন মায়াপুর



হন শুভেন্দু। বলেন, পুলিশ, বিডিওরা তৃণমূলের গুন্ডাদের নিয়ে ভোট লুঠ করেছে। রিডিওরা ব্যালট বদলেছেন। জনগণের করের টাকায় বেতন পাওয়া এমন নির্লজ্জ, নগ্ন পুলিশ, অমলা ভদ্রারতে কোথাও নেই। ভবিষ্যতেও এমন কাউকে পাবেন না। নন্দীগ্রাম ১-এ মাঝারিতে ছাপ্লা মেরে একটা জেলা পরিষদ পিট নিয়েছে। কেন্দামারি গ্রাম পঞ্চায়েতেও বিজেপির জয়ী প্রার্থী সার্টিফিকেট না দিয়ে পরাজিত তৃণমূল প্রার্থীকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় বলে দাবি শুভেন্দুর। তিনি বলেন, তৃণমূল চোর, পুলিশ-বিডিওদেরও সেরকম বলে দাবি। আমরা নজরদারি, ভয়ঙ্কর চাপ বজায় রেখেছিলাম। তাই এখানে ১০০ শতাংশ চুরি করতে পারেনি। ১০-২০ শতাংশ করেছে। শুভেন্দুর কটাক্ষ, তৃণমূল কয়লা, গরু, বলি, পাখর, চাকরি, ব্যালট খেয়েছে। এবার এরা প্রাকটিস করছে। লোকসভা নির্বাচনে ইতিএম খাওয়ারা এদের তাই তাদানো ছাড়া পরিত্রাণ নেই। তিনি রাজ্য বিজেপি সভাপতি হচ্ছেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শুভেন্দু বলেন, আপনাদের সূত্রকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। আমি এ সবে আগ্রহীও নই। আমি আমার কাজ করি।

জালিয়াতির দায়ে

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : জুয়েলারি সংস্থার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠলে শিলিগুড়ির ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের এক অস্বীয়ের বিরুদ্ধে। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রধান নগর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, কয়েকবছর আগে দীপক সাহা একটি জুয়েলারি সংস্থা খোলেন। এই সংস্থায় বেশ কয়েকজন মহিলা কাজে যোগ দেন। তাদের কাজ ছিল বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংস্থার বিভিন্ন পলিসির কথা বলে মানুষকে সেই কোম্পানিতে বিনিয়োগ করানো। এভাবে প্রায় ১০ হাজারের বেশি মানুষ সেই সংস্থায় তাদের টাকা জমা করেন। এর মধ্যেই দীপক সাহা সংস্থা বন্ধ করে ফেরার হয়ে যায়। এদিকে জমা করা টাকা ফেরত পেতে কোম্পানির এজেন্টদের ওপর চাপ দেওয়া শুরু করেন গ্রাহকেরা। ফলে দীপক সাহার কোন খোঁজ না পেয়ে সংস্থার এজেন্টরা তার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এদিকে দীর্ঘদিন পরে এজেন্টরা জানতে পারেন শিলিগুড়ির ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমর আনন্দ দাস তার মামা এবং তাঁর বাড়িতেই রয়েছেন দীপক সাহা। সম্পাদক উত্তম বসাক সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ীগণ। এই মিলন উৎসবে একদিকে যেমন বিগত বছরের কাকদর্শক পর্যালোচনা হবে পাশাপাশি সকলেই পরিবার ও পরিজনদের সাথে নিয়ে মিলিত হবেন।

মিলন উৎসব

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জুলাই : মালদা শহরের অতুল চন্দ্র কুমার মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক মিলন উৎসব। রবিবার সকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতে কাটার মধ্য দিয়ে বার্ষিক মিলন উৎসবের সূচনা করেন ইরেজবাজার পৌরসভার স্যোরম্যান কৃষদু নারায়ণ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন মালদা মার্চেন্ট কন্সার অব কমার্শের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু, সম্পাদক উত্তম বসাক সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ীগণ। এই মিলন উৎসবে একদিকে যেমন বিগত বছরের কাকদর্শক পর্যালোচনা হবে পাশাপাশি সকলেই পরিবার ও পরিজনদের সাথে নিয়ে মিলিত হবেন।

শেষে বিক্ষুব্ধ

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ৩০ জুলাই : ঘোষনাই সার! ঢোক গিলে সেই বিক্ষুব্ধদের ওপরের আস্থা দলেই। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে এবার পদের টোপ দিয়ে দলে দেরাল তৃণমূল নেতৃত্ব। নির্বাচনের মুখে তৃণমূল ঘোষণা করেছিল দলের বিক্ষুব্ধ কোনও নির্দল প্রার্থীর সঙ্গে আগামীদিনে কোনোরকম সম্পর্ক রাখবে না তৃণমূল। কোনও অবস্থাতেই তাঁদের দলে ফেরানো হবে না। খোদ তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিমেক বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু ঘোষিত সেই নীতি থেকে এবার সরে এল বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। জানা গিয়েছে, বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের আধারখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০টি আসনের মধ্যে ১০টি আসন জেতে তৃণমূল। বিজেপি জয়লাভ করে ৬ টি আসনে। দুটি করে আসন পায় সিপিএম ও নির্দল। সর্বাধিক আসন লাভ করলেও ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হলে তাঁদের দরকার ১১টি আসন। এই পরিস্থিতিতে নির্দল সদস্য মনসুর

পঞ্চায়েত গঠনের আগে বিরোধী দল ভাঙিয়ে ঘর ভরাচ্ছে তৃণমূল

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ জুলাই : পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরছে বাংলায়। ভোটে জয়ী হওয়ার পরই পঞ্চায়েত সদস্য্য কাউন্টিং সেন্টার থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তারপর বিরোধী শিবিরের একের পর এক রক্তক্ষরণ অব্যাহত। এমনকী শুধু বামকংগ্রেস শিবিরে নয়, বিজেপিতেও ভাঙন ধরেছে। বিজেপির জয়ী প্রার্থী যোগ দিয়েছেন তৃণমূল। কিছু ক্ষেত্রে আবার ঘরওয়াপসিও হয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের আগে

বিভিন্ন জেলায় বিরোধী শিবিরের উপরই বারবার নেমে আসছে আঘাত। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদকে চার কংগ্রেসের চিকিট জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য্য যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। আবার জলপাইগুড়িতে সিপিএমের চিকিটে জয়ী এক সদস্য্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেস ও সিপিএম উভয় দলই এই ভাঙন নিয়ে তির ছোড়েন বাংলা শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়েও তৃণমূলে যোগ দিলেন সিপিএম প্রার্থী। রবিবার রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের বাড়িতে গিয়ে তিনি তৃণমূলে যোগদান করেন। রাজগঞ্জের মাঝিয়ারী গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া ১০৭ নম্বর বুথের সিপিএম প্রার্থী সবেজা বেগমের দলবদলে ফের প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল বিরোধী শিবির। বিরোধী বাম-কংগ্রেসে জোট তাঁগের সদস্যদের ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। দলের বানন ছিন্ন করে তাঁরা তৃণমূলে নাম লেখাচ্ছে। কংগ্রেস ও সিপিএম শিবিরের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তৃণমূল ভয় ও লোভ দেখিয়ে দলে টানছে তাদের জয়ী প্রার্থীদের। মানুষের সমর্থন নেই শুধু ক্ষমতায় দস্তে

তৃণমূলে যোগ পাঁচ বিরোধী সদস্যের

দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩০ জুলাই : পঞ্চায়েত নির্বাচন মিটে গিয়েছে। আগামী ১৬ আগস্টের মধ্যে বোর্ড গঠনের পালা। আর ঠিক তার আগে খেলা ঘুরে গেল। সুতরাং বিরোধী দলের বোর্ড গঠন কার্যত বিশ বাঁও জলে চলে গেল। রবিবার কংগ্রেসের চারজন জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য্য এবং সিপিএম থেকে জয়ী একজন পঞ্চায়েত সদস্য্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তার জেরে বোর্ড গঠন করতে এগিয়ে গেল জ্যোতফুল শিবির। রবিবার মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে তৃণমূলে যোগ দিলেন মোট পাঁচজন বিরোধী সদস্য্য। এই ঘটনায় আবার শূন্য হাতে ফিরতে হল কংগ্রেস-সিপিএমকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বেশ কিছু আসন নিয়ে মামলা করা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। ফলে জয়ী সদস্যদের ভাগ্য বুকে রয়েছে আদালতের রায়ের উপর। এই পরিস্থিতিতে যদি আদালতের রায় ঘোষণার আগেই এভাবে দলবদল হয়ে যায় তাহলে বিরোধীদের বা লোকসভা হওয়ার তা হবেই। কারণ কোনও জয়গায় গণ্ডগোল হয়েছে এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু যদি দেখা যায় দলবদল হয়ে গিয়েছে তাহলে হস্তক্ষেপ করেও লাভ নেই। এদিন সামশেরগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক আমিরকল ইসলামের হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা তুলে নেন ওই পাঁচজন পঞ্চায়েত সদস্য্য। সুতরাং পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের আগেই সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন

সেপটিক ট্যাঙ্কে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল নয়াগ্রামের দুই শ্রমিকের

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : ওড়িশার খুরদা জেলায় সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নেমে মৃত্যু হল বীরভূমের পাইকর থানার নয়াগ্রামের দুই শ্রমিকের। মৃতদের নাম সাকিফুল শেখ ও গোলশাহানুর শেখ। সূত্রের খবর, ষাউলি থানার রঘুনাতগঞ্জ এলাকায় এলাকায় একটি নির্মায়মান বাড়িতে কাজ করতে নেমে ছিলেন দুই শ্রমিক। তাঁদের সহকর্মীরা জানাচ্ছেন, বাড়িটির কানালর প্রথমে সাকিফুলকে সেপটিক ট্যাঙ্ক নামতে বলেন। সেই মতো তিনি নেমেও যান। কিন্তু, তারপর বেশ কিছুক্ষণ তাঁর আর কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন ডেবের উদ্রোগ বাডে বাকিদের মধ্যে। তখনই তাঁর খোঁজে ভিতরে ঢোকেন গোলশাহানুর শেখ। কিন্তু, ঢোকা মাত্রই তিনিইও অজ্ঞান হয়ে যান বলে খবর। বাকি সহকর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ষাউলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখেছে। দুই শ্রমিকের দেহ মর্যাতত্বস্বত্বের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। ঘটনায় শোকের ছায়া নয়াগ্রামে। তবে কখন দুই শ্রমিকের দেহ তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিশদে কিছু জানা যায়নি।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সেই কথা তিনি স্বীকারও করেছেন। তাহলে কি শুধুমাত্র আধারখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত দখলের জন্যই নিজেদের অবস্থান বদল করল তৃণমূল? ঘাসফুলের সাপাঈ মনসুর তৃণমূলের টিকিটের দাবিদার ছিলেন না। তিনি নির্দল হিরাবেরেই ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। বিজেপি অবস্থা তৃণমূলের এই অবস্থান বদলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজেপির দলীয় টিকিটের দাবিদারও ছিলেন তিনি। দল টিকিট না দেওয়ায় তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে নির্দল প্রার্থী হিরাবে



তৃণমূল এই কাজ করে চলেছে। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজগঞ্জের মাঝিয়ারী গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯টি আসনের মধ্যে ১১টি আসনে জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি ৬টি এবং সিপিএম ও নির্দল একটি করে আসনে জয়ী হয়। ডাঙ্গাপাড়া ১০৭ নম্বর বুথের তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়ে সিপিএম প্রার্থী সবেজা বেগম জয়লাভ করেন। কিন্তু সিপিএম প্রার্থী জয়ী হওয়ার পর স্থানীয় শাসকদলের হুমকির মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ। এমনকি কয়েকজন শ্রমিককে কারখানার কাজ থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নানান চাপে সিপিএমের ওই জয়ী প্রার্থী তার অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন বলে জানা গিয়েছে। এব্যাপারে সবেজা বেগম বলেন, এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও উন্নয়নের স্বার্থে তিনি তার অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন। নানা চাপে সিপিএমের ওই জয়ী প্রার্থী তার অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন বলে জানা গিয়েছে। এব্যাপারে সবেজা বেগম বলেন, এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও উন্নয়নের স্বার্থে তিনি তার অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন।

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ জুলাই : মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলে। নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার বাড়ির পাশের পুকুর থেকে। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের মুরগিটিটা সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনা চাঞ্চল্য এলাকায়। জানা যায় মরগিটিটা সংলগ্ন প্রেমেরডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা ধলু রাধা(৫৯) গত তিনদিন আগে দুপুরবেলা পুকুরে মাছ ধরতে যায়। এবার থেকে থেকে নির্ভরগেই ব্যক্তি। পরিবারের লোক ও এলাকাবাসীরা বেশ খোঁজাখুঁজির পর না পাওয়ায় শনিবার বেলাকোবা আউটপোস্টে নিখোঁজের অভিযোগ জানান। অবশেষে আজ সকালে বাড়ির কিছুটা উল্টেই পুকুর থেকে মরদেহ দেখতে পান এলাকাবাসী। এরপরে খবর দেওয়া হয় বেলাকোবা আউটপোস্টের পুলিশকে। ঘটনাস্থলে আসে বেলাকোবা আউটপোস্টের পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিখোঁজের দেহ

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ জুলাই : মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলে। নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার বাড়ির পাশের পুকুর থেকে। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের মুরগিটিটা সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনা চাঞ্চল্য এলাকায়। জানা যায় মরগিটিটা সংলগ্ন প্রেমেরডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা ধলু রাধা(৫৯) গত তিনদিন আগে দুপুরবেলা পুকুরে মাছ ধরতে যায়। এবার থেকে থেকে নির্ভরগেই ব্যক্তি। পরিবারের লোক ও এলাকাবাসীরা বেশ খোঁজাখুঁজির পর না পাওয়ায় শনিবার বেলাকোবা আউটপোস্টে নিখোঁজের অভিযোগ জানান। অবশেষে আজ সকালে বাড়ির কিছুটা উল্টেই পুকুর থেকে মরদেহ দেখতে পান এলাকাবাসী। এরপরে খবর দেওয়া হয় বেলাকোবা আউটপোস্টের পুলিশকে। ঘটনাস্থলে আসে বেলাকোবা আউটপোস্টের পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনায় জখম

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : পথ দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের রানীডাঙ্গা এলাকায়। সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম এক বাইক চালক। তাকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ ও স্থানীয়রা। রবিবার মেডিকেল মোড থেকে রাস্তাপানী যাছিল একটি তেলের ট্যাঙ্কার। অন্যদিকে ফাঁসিদেওয়া থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বাইকে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। ঠিক সেই সময় রানীডাঙ্গার কাছে আসতেই উলটোদিক থেকে আসা ওই মোটর বাইকে সঙ্গেরে ধাক্কা মারে ট্যাঙ্কারটি। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় মোটরবাইক চালক। ঘাতক ট্যাঙ্কারটিকে আটক করেছে পুলিশ।

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

আপনার হৃদয়ের জন্য খাদ্য

ডাঃ সঞ্জীব পাত্র
MD DM (AIIMS), FNS FELLOW UHN (CANADA)
Director : Cardiologist, Desan Hospital
For Appointment : 9073932409

হার্টের জন্য ডায়েটের উদ্দেশ্য হল মানুষকে স্বাস্থ্যকর, প্রদাহ বিরোধী খাবার খেতে উৎসাহিত করে কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি কমানো। এই বিষয়ে জানালেন-ডিসান হাসপাতালের ডিরেক্টর ইন কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ সঞ্জীব পাত্র।

হার্ট আটাক (বা অন্য হাট আটাক হওয়া) প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল জীবনধারা পরিবর্তন করা। হার্টের জন্য ডায়েটের উদ্দেশ্য হল মানুষকে স্বাস্থ্যকর, প্রদাহ বিরোধী খাবার খেতে উৎসাহিত করে কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি কমানো। কারণ অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া। চর্বি বেশি হলে ধমনী শক্ত হয়ে যাবে। (অ্যাথেরোস্কেলরোসিস) এবং আপনার হাট আটাকের ঝুঁকি বাড়াবে। এই খাদ্যতালিকাগত প্যাটার্নের সাথে সমাজস্বপূর্ণ ডায়েট করা ব্যক্তিদের হৃদরোগের ঝুঁকি ৩১ শতাংশ কম, ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ৬৩ শতাংশ কম এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি ২০ শতাংশ কম।

আপনি যা খাবেন ফল এবং শাকসবজিঃ রামনুখ খাও শব্দটি মানুষের জন্য প্রতিদিন বিভিন্ন রঙের ফল এবং সবজি খাওয়ার কথা মনে রাখার একটি কার্যকর উপায়। রঙিন শাকসবজিতে থাকা বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট



হৃৎপিণ্ডকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। ফল এবং শাকসবজিও ফাইবারের একটি ভালো উৎস যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। আমাদের প্রতিদিন ৪-৫ সার্ভিং (২.৫ কাপ) সবজি খাওয়া উচিত। লোকদের স্টার্চবিহীন শাকসবজি খাওয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত এবং আলু সহ স্টার্চি সবজির অংশের আকার সীমিত করা উচিত।

তৈলাক্ত মাছঃ তৈলাক্ত মাছে রয়েছে ওমেগা-৬ ফ্যাট অ্যাসিড, যা প্রদাহ-বিরোধী বেশিষ্টা রয়েছে এবং এটি হার্টের জন্য ভালো। প্রতি সপ্তাহে ২ বার মাছ খাওয়া, বিশেষ করে চর্বিযুক্ত মাছ। রুই মাছ প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন সমৃদ্ধ। ওমেগা ৬ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন এ, বি এবং সি সমৃদ্ধ। আপনার সপ্তাহে অন্তত একবার রুই খাওয়া উচিত। পানম্রেষ্ট প্রোটিন সমৃদ্ধ এবং এতে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা ৬ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। কাতলাও ভালো।

আম্র শস্যদানাঃ পরিশোধিত শস্য সীমিত করা এবং পরিবর্তে পুরো শস্য বেছে নেওয়া হৃদরোগ থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। মিহি শস্যের চেয়ে পুরো শস্য বেশি উপকারী ফাইবার থেকে। লোকেরা স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অংশ হিসাবে পুরো শস্যের কটি এবং তাজা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

বাদাম, বীজ, এবং মটর বা মটরশুটিঃ কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্যের জন্য

সঠিক চিকিৎসায় প্রস্টেট ক্যানসার নিরাময় সম্ভব

ডাঃ কৌশিক সরকার
MBBS (CAL), MS (IPGMER), M.Ch (Urology),
M.R.C.S. (ENGLAND)
Consultant Urologist
For Appointment : 9830501166 9331293568

পুরুষদের ক্ষেত্রে যে ক্যানসার সবার বেশি লক্ষ্য করা যায় সেটি প্রস্টেট ক্যানসার। সাধারণত যার্টোর্স-এর থেকেই পুরুষদের এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। অংশ্য পরিবারের অন্য কোন ব্যক্তির এই ধরনের অসুখ থাকলে তাহলে কম বয়সেই এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। পুরুষদের পঞ্চাশ বছর বয়সের পর থেকেই সাবধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রস্টেট ক্যানসারে কী ধরনের সতর্কতার প্রয়োজন?

প্রস্টেট একটি রিপ্ৰোডাক্টিভ অঙ্গ। যে বয়স পর্যন্ত পুরুষদের প্রজনন ক্ষমতা থাকে ততদিন পর্যন্ত এটি কর্মক্ষম এবং প্রয়োজনীয় থাকে। পঞ্চাশ বছরের পর এপ্রস্টিট অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং তারপরেই দেখা দেয় ক্যানসারের আশঙ্কা। যৌনতার ক্ষেত্রে বেশি সক্রিয় ব্যক্তিদের ভিতরে প্রস্টেট ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা অনেক কম হয়। অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন ড্রাগ যেমন ফাইনাস্টেরয়েড-এর ব্যবহার ক্যানসারের সম্ভাবনা কমায়। তবে এই ধরনের ড্রাগেরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আছে। ক্যানসারের বংশগত ইতিহাস থাকলেও এই ওষুধ ব্যবহার করা যায়।

এই ক্যানসার কি আগে থেকে ধরা যায়?

অন্যান্য ক্যানসারের মতো প্রস্টেট ক্যানসারেরও শুরু থেকে কোন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায় না। সেক্ষেত্রে প্রথমেই ক্যানসারের মার্কারের ওপর লক্ষ্য রাখতেই হয়। পি.এস.এ. পরীক্ষা এক্ষেত্রে মার্কারের কাজ করে। কিছু সাধারণ রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যায় প্রস্টেট ক্যানসারের সম্ভাবনা আছে কিনা। তবে পি.এস.এ.-এর পরীক্ষা নিশ্চিতভাবে প্রস্টেট ক্যানসার নির্দেশ করে না। এক্ষেত্রে প্রস্টি্যাটিক সংক্রমণ এবং প্রস্তাবের বাধার কারণেও হতে পারে। তাই কোন ইউরো সার্জেন এক্ষেত্রে ক্যানসার নির্ণয় করতে বায়োল্লির উপর নির্ভর করেন। এটিই প্রস্টেট ক্যানসার নিশ্চিত করার একমাত্র পদ্ধতি।

কিভাবে ক্যানসারের স্টেজগুলো বোঝা যায়?

ডিহাইড্রেশান হলে জল পান করা যথেষ্ট নয়

দুরন্ত বার্তা : প্রচণ্ড তাপমাত্রায় এখন ডিহাইড্রেশন হতে পারে বড়দের পাশাপাশি শিশুদেরও। এর লক্ষণ কী? ঘুম থেকে ওঠার সময় মাথা দপদপ করছে। খানিক কাজের পরই বিমূর্নি গ্রাস করছে দিনের বাকি সময়। খেতে মন চহিছে নয়। বমি বমি ভাব। শুয়ে থাকাই শ্রেয় মনে হচ্ছে। পায়খানাতেও সমস্যা মনে হচ্ছে। শরীরের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনি ডিহাইড্রেশনের শিকার হয়েছেন। ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা হলে সাধারণত আমরা বেশি করে জল পানের পরামর্শ দিয়ে থাকি। জলের উপকারিতা অন্য কোনো উপাদান থেকে পাওয়া যায় না। কিন্তু জল সব সময় সঠিক পরিমাণে খাওয়া হয় না। কার শরীরে কতটা জলের প্রয়োজন তা আমরা জানি না। বেশি করে জল খেলেও সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। জল বেশি করে অবশ্যই খেতে হবে। কিন্তু তার আগে শিশুর ওজন দেখে নিতে হবে। সেই মত ভাবজতার সঙ্গে কথা বলে দিনের কতটা জল খাওয়ার প্রয়োজন, সে বিষয়ে অভিজ্ঞত হতে হবে। কয়েক বারকার তিন লিটার বা কোনও বাজার চার লিটার জলের প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত জল লিভারেও চাপ পড়তে পারে। তবে সাধারণত দিনে চার লিটার জল খেতে পারে ১০ থেকে ১৫ বছরের ছেলে-মেয়েরা। এখন ঘরপানী, খেলাধুলা ঘিরে মাধেই, বা কারর জীবনযাপন থেকে মুছে গিয়েছে দৌড়ঝাপ। তার পরেও যখনই জল কম খাওয়া হয় তখনই ডিহাইড্রেশনের শিকার হতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে জলের



মটরশুটি, কিডনি বিন, কম চর্বিযুক্ত দুধজাত খাবার লোকদের তাদের ডায়েটে কম স্যাচুরেটেড ফ্যাট খাওয়া উচিত। স্কিমড মিল্ক এবং কম চর্বিযুক্ত দুধজাত পণ্য বেছে নিয়ে একজন ব্যক্তি কম স্যাচুরেটেড ফ্যাট খেতে পারেন।

কি খাবেন না?

কার্ডিয়াক ডায়েট অনুসরণ করার সময় একজন ব্যক্তির সীমিত করার চেষ্টা করা উচিত এমন বেশ কয়েকটি খাবার রয়েছে। এইগুলো-

১) লাল এবং প্রক্রিয়াজাত মাংসঃ লাল মাংস স্যাচুরেটেড ফ্যাটের উৎস। লাল বা প্রক্রিয়াজাত মাংসের পরিবর্তে উদ্ভিদ প্রোটিন হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারে। উদ্ভিদ প্রোটিনের মধ্যে রয়েছে বাদাম, লেগুম, গোটা শস্য এবং সয়া পণ্য।

২) চিনিযুক্ত খাবার এবং পানীয় এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারঃ অনেক প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং পানীয়তে অতিরিক্ত শর্করা থাকে বিশেষ করে সোডা এবং এনার্জি ড্রিংকস। প্রক্রিয়াজাত খাবারে প্রায়ই উপাদানের দীর্ঘ তালিকা থাকে, যার মধ্যে অনেকগুলিই সুস্থ হৃদয়ের জন্য উপকারী নয়। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ চিনি, উচ্চ লবণ, ট্রান্স ফ্যাট, স্যাচুরেটেড ফ্যাট, সংযোজন এবং খাবারের রঙ অতিরিক্ত চিনি এড়িয়ে চলা একজন ব্যক্তি মাঝারি ওজন বজায় রাখতে এবং হৃদরোগে প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে। যদি সম্ভব হয়, পুরো খাবার ব্যবহার করে খাবার রান্না করার চেষ্টা করুন। এটি একটি আরও স্বাস্থ্যকর বিকল্প।

৬) পরিশোধিত কার্বেহাইড্রেট ফাইবারের অভাব হয় এবং এটি রক্তে শর্করার ভারসাম্যহীনতার কারণ হতে পারে। সময়ের সাথে সাথে, প্রচুর পরিশ্রুত কার্বেহাইড্রেট খাওয়ার ফলে ইনসুলিন প্রতিরোধ এবং ওজন বৃদ্ধি হতে পারে, যা কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকির কারণ। সীমাবদ্ধ করার জন্য কিছু পরিশোধিত কার্বেহাইড্রেটের মধ্যে রয়েছে সাদা রুটি, এবং ভাত, কেক, বিস্কুট এবং পেস্টি, অনেক প্রাতঃরাশের সিরিয়াল, পিজা, মিষ্টি, সাদা মাংস।

৪) অ্যালকোহলঃ যারা অ্যালকোহল সেবন করেন তাদের ত্যাগ করার চেষ্টা করা উচিত বা পরিমিত খাওয়া উচিত। এর মানে নারীদের জন্য দিনে একটির বেশি পানীয় গ্রহণ করবেন না এবং পুরুষদের জন্য প্রতিদিন দুই পেগের বেশি নয়। কিছু লোক বিশ্বাস করে যে রোড ওয়াইন একটি পরিমিত গ্রহণ কন্যাকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে কারণ এতে ভেডেরেট্রিল রয়েছে। তবে এর প্রমাণ দুর্বল।

৫) লবণঃ অত্যধিক লবণে (সোডিয়াম) গ্রহণ উচ্চ রক্তচাপ বাড়াতে পারে এবং কার্ডিওভাসকুলার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। ১ গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ রক্তচাপ কমাতে পারে। অনেক প্রক্রিয়াজাত খাবারে অতিরিক্ত লবণ থাকে, তাই প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলুন।

সারসংক্ষেপঃ হৃদরোগে প্রচুরাধার জন্য সর্বোত্তম ডায়েট হল ফল এবং সবজি, গোটা শস্য, বাদাম, মাছ, মুরগি এবং উদ্ভিজ্জ তেলে পরিপূর্ণ পরিমিত পরিমাণে অ্যালকোহল, বা অ্যালকোহল একেবারেই নয়, এবং লাল এবং প্রক্রিয়াজাত মাংস, পরিশোধিত কার্বেহাইড্রেট, চিনি, সোডিয়াম এবং ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত খাবার যুক্ত খাবার এবং পানীয় নয়।

ক্যানসারের স্টেজ বলতে বোঝায় কিভাবে ক্যানসার বিস্তারিত করছে তার পরিমাণ। এটা পি.এস.এ. পেট সিটি স্ক্যান নামে একটি পেট সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এই স্ক্যান দ্বারা সমস্ত শরীরের যেখানে যেখানে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ছে সেবটিই দেখে নেওয়া যায়। এর ফলে চিকিৎসক ও রোগী উভয়েইই রোগ বিষয়ে একটা ধারণা বোঝা যায় এবং এই স্ক্যানের সাহায্যেই চিকিৎসক পরবর্তী চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ধারণ করেন।

অঙ্গ বিশেষে সীমাবদ্ধ রোগের চিকিৎসা।
ক্যানসার যদি প্রস্টেট গ্রন্থির সীমানায় থাকে তবেহ তাকে নির্মূল করা সম্ভব হয়। রাদিক্যাল প্রস্টেট সার্জারি দ্বারা এটি সম্ভব হয়। বর্তমানে এই সার্জারি মেশিনের সাহায্যে করা হয়ে থাকে। ওপেন সার্জারিক তুলনায় নিরীপাদ কারণ প্রস্টেট পুরুষদের তলপেটের গভীরে অবস্থিত তাই এক্ষেত্রে ওপেনে সার্জারি করা কঠিন। কিন্তু ল্যাপারোস্কোপির দ্বারা সার্জারি এই ক্যানসারের নিরাপদ অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব।

অস্ত্রোপচারের পরের অবস্থা।
কোনও দক্ষ ইউরোলজিস্ট চিকিৎসকের দ্বারা তিন-চার ঘণ্টায় এই সার্জারির সময় লাগে। সুস্থ হয়ে রোগী তিনদিন পরেই বাড়ি যেতে পারেন। দু’সপ্তাহের পর রোগীর কাথোটর ফুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও সার্জারির তিন সপ্তাহ পরেই রোগী তাঁর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সক্ষম হন। সাধারণত কিছুদিনের মধ্যেই প্রস্তাবের ধারাবাহিকতা ফিরে আসে এবং রোগী সুস্থভাবে জীবন কাটাতে পারেন।

রাদিক্যাল প্রস্টেট সার্জারির পর টেক আপ।

সাধারণত এই ধরণের রোগীদের দশ থেকে পনেরো বছর ধরে চেক আপে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতি বছর দুবার চেক রপে পি.এস.এ.-র মাত্রা দেখে নেওয়া হয়। সার্জারির পরেও যদি পি.এস.এ.-র মাত্রা বেশি থাকে তাহলে বোঝা যায় পুনরায় ক্যানসার ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রবল। এক্ষেত্রে খুব ভালো একটা অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন থেরাপি রয়েছে যা মেডিকেল অক্সোলজি সহকর্মীরা পরীচালনা করে থাকেন। এর ফলে রোগী দীর্ঘ সময় স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবন কাটাতে পারেন।

সঠিক সময়ে ক্যানসারের চিকিৎসা

ডাঃ কণিষ্ক সরকার
Consultant Clinical Oncologist, MBBS MD (Gold Medalist), 3 years Fellowship : Tata Medical Centre,
Whatsapp No. : 833490652,
E-mail : kanishkamedico@gmail.com

আজকের দিনে বলা যায় ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। এক সমীক্ষায় জানা যায় মাত্র সাত বছরের ভিতরে প্রতি পরিবারে একজন ক্যানসার রোগী পাওয়া যাবে। এর পেছনে নানান কারণে অবশ্যই রয়েছে, তবে এর বিস্তারিত আলোচনা না করে বরং ক্যানসার ধরা পড়লে কি করণীয় সেটাই সকলের জন্য প্রয়োজন।

প্রথমত বিশ্বাস রাখতে হবে যে ক্যানসার সম্পূর্ণ সারিয়ে তোলা সম্ভব। বিগত দুই বছরে ক্যানসার চিকিৎসার যা উন্নতি ঘটেছে তাতে বলা যেতেই পারে ক্যানসার সম্পূর্ণ সারিয়ে তোলা সম্ভব। অন্যান্য অসুখের মতো এই রোগীকে গোড়াতেই চিকিৎসা শুরু করলে স্বাভাবিক ভাবেই নিরাময়ের হার অনেক বেশি হয়। ক্যানসার বৃদ্ধির হার মেহেতু খুব দ্রুত তাই চিকিৎসাও তাড়াতাড়ি শুরু করা প্রয়োজন। ক্যানসার চিকিৎসায় সময়টা খুবই মূল্যবান।

রোগীরা প্রায়ই বলেন, ক্যানসার বিষয়ে তাদের কোনও ধারণাই নেই বা কি করা উচিত সেই ব্যাপারেও কোনও ধারণা নেই। স্পেশালিস্ট চিকিৎসকরা বলেন, ক্যানসার নিরাময় করতে একসাথে বা ক্রমানুসারে অনেক ধরনের চিকিৎসা করতে হয়। ক্যানসারের সঠিক ডায়াগনসিসের জন্য প্রয়োজন ভালো রেডিওলজি, প্যাথোলজি, নিউক্লিয়ার মেডিসিন আর য়ারা বায়োগ্নিসি করেন তাঁদের জন্য এমন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য



ইন্টারভেনশন রেডিওলজি। সঠিক ডায়াগনসিস হলে তবেই সঠিক চিকিৎসা সম্ভব।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে তিনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের একসাথে কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। এই তিনটি বিভাগ হল রেডিয়েশন অক্সোলজি, সার্জিক্যাল অক্সোলজি এবং মেডিক্যাল অক্সোলজি। ব্লাড ক্যানসার ছাড়া সব ক্যানসারের নিরাময় সম্ভব হয় রেডিয়েশন অথবা সার্জারির মাধ্যমে। কেমোথেরাপি এদের সাহায্য করে এবং ক্যানসার শরীরের সব জায়গায় ছড়িয়ে গেলে তাকে আয়ত্বে রাখতে সাহায্য করে। কেমোথেরাপির সঙ্গে এখন টার্গেটেড থেরাপি আর ইমিউনোথেরাপি নামক চিকিৎসাও যুক্ত হয়েছে। রেডিয়েশন চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিগত এক দশক উন্নতিও হয়েছে। রেডিয়েশন চিকিৎসা বা ‘রে’ দিয়ে বিভিন্ন ক্যানসারেরে সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব হচ্ছে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সামান্য হচ্ছে। নতুন নতুন মেশিন ও কম্পিউটারের ব্যবহারের ফলে স্বাভাবিক অঙ্গকে বাঁচিয়ে ক্যানসারকে খুব হাই ডোজ দিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা সম্ভব হচ্ছে। ঠিক সেরকমভাবে ক্যানসার সার্জারি ও কেমোথেরাপি ইমিউনোথেরাপির ক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ক্যানসারের অপারেশন কিন্তু অন্যান্য অপারেশন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং শুধুমাত্র ক্যানসারের সার্জনারাই এই অপারেশনে পারদর্শী।

ক্যানসার ডায়াগনসিস হলে এমন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য

এই রোগগুলি কখনই লুকোবেন না

দুরন্ত বার্তা : কখনও আমরা অভিযোগ করি তাঁদের বিরুদ্ধে, আবার কখনও কোনও বিপদে পড়লে সবার আগে তাদের কাছেই ছুটে যাই। তাঁরা ছাড়া সমগ্র মানবজাতি অচল। আজ তাঁরা আছেন বলেই আমরা সুস্থভাবে বেঁচে আছি। নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন কারণে কথা বলছি, হ্যাঁ তাঁরা হলেন চিকিৎসক বা ডাক্তার। সমাজের জরুরী বিভাগে কাজ করা এক অন্যতম যোদ্ধা। পৃথিবীতে ডাক্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। তাঁদের ওপর নির্ভরশীল একটি কোটি মানুষের প্রাণ। যখন আমরা জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে ছেঁরে যেতে শুরু করি, তখন আমাদের জয়ী করার জন্য চিকিৎসকরাই পাশে এসে দাঁড়ায়। তাই, মানব সমাজের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা ও অবপদকে শ্রদ্ধা জানাতেই প্রতিবছর ১ জুলাই দেশজুড়ে পালিত হয় ন্যাশনাল ডক্টরস ডে বা জাতীয় চিকিৎসক দিবস। অতিমারি করোনা মহামারীর সময় সবাই যখন অত্যন্ধে ওঠাগত, তখন সমস্ত রোগীর সেবা করতে ও সুস্থ করে তুলতে এগিয়ে এসেছেন এই ডাক্তার, নার্সরাই। কখনোই পিছুপা হননি তাঁরা। তাই, কোভিড মোকাবেলায় নিরন্তর কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি সম্মান জানাতেই ১ জুলাই সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা ডাক্তারের কাছে নিজেদের রোগ নিয়ে সত্যি কথা বলে না। কিন্তু নিজেদের সুস্থ থাকতে ও রোগ নির্ণয়ে ডাক্তারদের সাহায্য করতে, আমাদের সর্বদা সত্যি কথা বলা উচিত। এছাড়াও, এমন কিছু রোগ রয়েছে যা আমরা সাধারণ ভেবে এড়িয়ে চলি। তবে চলুন দেখে নেওয়া যাক, চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী কোন ধরনের রোগ এবং রোগের লক্ষণগুলি কখনোই এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

১) পেটের ব্যথা ও ফোলা ভাবঃ যদি আপনারা পেটে অসহ্য ব্যথা হয় এবং পেটে ফুলে যায়, তবে শীঘ্রই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। কারণ, পেট ফুলে যাওয়া কেবলমাত্র খাবারের সমস্যার কারণে হয় তা কিন্তু একেবারেই নয়, বরং অলসার, গ্যাস্ট্রিক অ্যালার্জির মতো কঠিন রোগের উদ্ভবের কারণেও দেখা দিতে পারে। আর, পেট ব্যথার পাশাপাশি যদি আপনি বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, ওজন হ্রাস অনুভব করেন তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

২) হঠাৎ শ্রবণশক্তি হ্রাসঃ এই ধরনের অসুখ শুধুমাত্র ঠাণ্ডা লাগা বা কানে ময়লা জমে যাওয়ার কারণে যে হয় তা কিন্তু একেবারেই নয়, হঠাৎ শ্রবণশক্তি হ্রাস অভিটরি নাচে টিউমার বা মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস-এর লক্ষণও হতে পারে, তাই একে অবহেলা করা উচিত নয়।

৩) অত্যধিক মাথাব্যথাঃ বর্তমান দিনে এই মাথাব্যথা একটি স্বাভাবিক অসুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে অনেকেই গুরুত্ব দেন না। কিন্তু দিনের পর দিন যদি আপনার অসহ্য মাথা ব্যথা লেগেই থাকে তবে অবহেলা না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। কারণ, অবহেলা থেকে পরবর্তীকালে ব্রেন টিউমার, স্ট্রোক ইত্যাদির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৪) প্রস্তাবের সমস্যাঃ দ্রাবু বা কিডনির সমস্যা, হার্নিয়া বা টিউমার হওয়ার ফলে প্রস্তাবের সমস্যা দেখা য়ে। এই রোগের থেকে উপশম পেতে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন প্রচুর পরিমাণে জল পান করা। তবে এটিও যদি কাজ না করে তবে অবিলম্বে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

৫) মাথা ঘোরাঃ আমরা অনেকেই ভাবি দুর্বলতা বা রোদে হিটার ফলে মাথা ঘোরার সমস্যা দেখা য়ে। কিন্তু না, স্ট্রোক সিন্ড্রোমের মতো অন্তর্নিহিত কারণগুলির জন্য মাথা ঘোরা আছে কিনা তা সন্ধান করার চেষ্টা করুন।

৬) ব্যাক পেনঃ আধুনিক জীবনযাত্রায় ব্যাক পেন সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা অনেকেই মনে করি, সাধারণত পিঠে ব্যথা মানেই বসা বা শোওয়ার কোনও সমস্যা থেকেই এটি দেখা যায়। তবে সব ক্ষেত্রে তা ভাববেন না, এটি শরীরের অভ্যন্তরের কোন গুরুতর সমস্যা থেকেও হতে পারে। তাই রোগটি নির্বাচন করতে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

৭) দৃষ্টিশক্তি হ্রাসঃ এই লক্ষণকে কখনোই উপেক্ষা করা উচিত নয়। কারণ, হঠাৎ দৃষ্টিশক্তির সমস্যা স্ট্রোকের প্রাথমিক লক্ষণগুলির মধ্যে একটি। তাই অবহেলা না করে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিন। এছাড়াও এমন কিছু লক্ষণ রয়েছে যা কখনোই আড়াল করা উচিত নয়, যেমন-ব্রেস্টে ল্যাম্প, টেস্টিকুলস-এ ল্যাম্প, মলে রক্ত, ওজন হ্রাস, হঠাৎ স্ব্র, গলা ব্যাথা বা মুখে ঘা, ক্রমাগত কাশি ইত্যাদি।

শিশুদের অতিরিক্ত প্রস্তাব সমস্যার কারন

দুরন্ত বার্তা : শিশুদের মাত্রাতিরিক্ত প্রস্তাব করার পেছনে নানা সমস্যা থাকতে পারে। প্রথম কথা হলো, তার জলের পিপাসা এবং জল পানের পরিমাণ কেমন, সেটা জানা দরকার। শিশু অতিরিক্ত প্রস্তাব করছে কি না, বুঝতে হলে আগে জানতে হবে দৈনিক কতটা প্রস্তাব শিশুর জন্য স্বাভাবিক। এক বছর বয়সে শিশুর দৈনিক স্বাভাবিক প্রস্তাবের পরিমাণ ৫০০ মিলি। ৭-৮ বছর বয়সে ১ লিটার ও ১৫ বছর বয়সে ১.৫ লিটার। সাধারণত সূত্র অনুযায়ী, স্কুলে যাওয়ার আগের বয়সে একটি শিশু দিনে ১ লিটার ও স্কুল বয়সের শিশুটি দিনে ১ লিটারের বেশি প্রস্তাব করলে সে বেশি প্রস্তাবজনিত সমস্যায় ভুগছে কি না, খতিয়ে দেখা যায়। শিশুদের মাত্রাতিরিক্ত বাধকমে যাওয়া ও প্রস্তাব করার পেছনে নানা সমস্যা থাকতে পারে। প্রথম কথা হলো, তার জলের পিপাসা এবং জল পানের পরিমাণ কেমন, সেটা জানা দরকার।

-প্রস্তাবের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী এডিএইচ হরমোনের নিঃসরণে সমস্যা বা কার্যকরিতায় সমস্যা দেখা

দিলে রোগটিকে বলা হয় ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। মেনিনজাইটিস, এনকেফালাইটিস প্রভৃতি মস্তিষ্কের তীব্র সংক্রমণজনিত অসুখের প্রক্রিয়াজনিত জটিলতায় ওই হরমোন উৎস নষ্ট হয়ে যেতে পারে। -বংশগত বা জেনেটিক কিছু রোগে কিডনি অকার্যকর হতে পারে, আবার হতে পারে নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। রক্তে ক্যালসিয়াম উচ্চমান বা পটাশিয়াম ঘাটতি একই পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। -কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় বেশি প্রস্তাব হতে পারে। যেমন থিওফাইলিন, ডাইইউরেটিকস।

কী করবেনঃ শীতল আবহাওয়ায়, বৃষ্টির দিনে শিশু বারবার বাথরুমে যেতে পারে। বারবার ডায়াপার পরিবর্তন করতে হতে পারে। এটি স্বাভাবিক। কিন্তু যদি দিনে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি প্রস্তাব হতে থাকে, বা এর সঙ্গে শিশুর ওজন হ্রাস, জলশূন্যতা বা অন্য কোনো উপসর্গ থাকে, তবে সতর্ক হতে হবে।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ।

প্রশ্ন : আমরা রোজ যে ধরণের সাবান ব্যবহার করি, সেটি আমাদের ত্বককে সুরক্ষিত রাখছে তো?
উত্তর : মনে রাখবেন, সব সাবান সব ত্বকের জন্য উপকারী নয়। পশু এবং সবজির ফ্যাট দিয়ে মূলত তৈরি হয় সাবান, তাই প্রত্যেকদিনের ব্যবহারের সাবানের মান কতটা ভালো এবং আপনার ত্বককে কতটা সুরক্ষিত রাখছে, সে সম্পর্কে অবগত থাকা উচিত। ত্বকের পিএইচ স্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার একটু অদলবদল হলেই ত্বকের সমস্যায় ভুগতে হতে পারে আপনার না। সাধারণত বাজার চলতি সমস্ত সাবানে পিএইচ স্তর থাকে নয় থেকে এগারোর মধ্যে, যা ত্বকের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। সাবান এবং ক্লিনজার কখনই একসঙ্গে বা পরপর ব্যবহার করা উচিত নয়, এতে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। মনে রাখবেন, বিজ্ঞাপন দেখে সাবান কখনই সরাসরি ত্বকে দেওয়া উচিত নয়। জলে মিশিয়ে তারপর কোনো কাপড় তাতে ভিজিয়ে গায়ে মাখা উচিত। বাজারে একাধিক ধরণের সাবান পাওয়া যায় টিউমার হতে পারে। বায়োপসি করে নিশ্চিত হতে হবে। আপনি একজন চর্ম বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

প্রশ্ন : আমার বয়স ১ বছর। ২ সপ্তাহ ধরে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। প্রথম ৫-৬ দিন শ্বাসকষ্ট বেশি ছিল। তবে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে নেবুলাজির দিলে তা কমে যায়। আমার আগে কোনো শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা ছিল না। আমার কোনো জ্বর, সর্দি, কাশি নেই। তবে হালকা গলাব্যথা আছে। এ ক্ষেত্রে করণীয় কী?

উত্তর : বড় কোনো শারীরিক সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে না। হাঁপনি বা অ্যাজমা হল নেবুলাইজার ব্যবহার না করে ইনহেলার নিতে হবে, তবে চিকিৎসকের পরামর্শে। মানসিক চাপজনিত কারণেও এমন হতে পারে। দিনে তিনবার সপ্তাহখানেক কুলকুচি করলে গলাব্যথা সেরে যাবে।

প্রশ্ন : আমার বয়স ২৩ বছর। সমস্যা হলো মাথা ঘোরা। শুয়ে-বসে থাকলেও মাথা ঘোরে। এমনকি এক পাশ থেকে অন্য পাশ কাত হতেও ঘুরেছে। প্রায়ই এমন সমস্যা হয়।

উত্তর : বিভিন্ন কারণে মাথা ঘুরতে পারে। তবে আপনার বয়স যেহেতু কম, তাই স্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা কম। বরং এটি বিনামূলী পর্জিমানাল ভারটিগো হওয়ার সম্ভাননাই বেশি। অনেক সময় কানের সমস্যায়ও মাথা ঘোরে। আপনি কিছুদিন সিনারান ট্যাবলেট দিনে তিনবার খেয়ে দেখুন। তার সঙ্গে মাথা ঘোরা কমানোর কিছু ব্যায়াম আছে সেগুলো করুন।

প্রশ্ন : আমার বয়স ৪১ বছর। অনেক বছর ধরে ঘুমের সমস্যায় ভুগছি। ঘুমের ওষুধ না খেলে সারা রাত ঘুম আসে না, পরের দিন মাথাব্যথা, হাতপা কামড়ানো, মেজাজ খিটখিটেসহ নানা সমস্যায় ভুগি। অনেক ধরনের ঘুমের ওষুধ খেয়েছি, কিছুদিন কাজ হয় কিন্তু পরে আর সেটোতে কাজ হয় না। এই সমস্যার সমাধানে করণীয় কী? আর এ বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ দেখানো উচিত?

উত্তর : বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া ঘুমের ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়। ঘুমের সমস্যা বা ঘুম কম হওয়া মানেই ইনসমনিয়া নয়। উদ্ভিগ্নতা, বিষন্নতাসহ নানা কারণে ঘুমের সমস্যা হতে পারে। ঘুমের আদরকেতা (স্লিপ হাইজিন) মেনে চললে ঘুমের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমানো সম্ভব। যেমন দিনের বেলা বিছানায় শোবে, বসা বা খাতে বেশি চিড়ি দেখা চলেবে না। সারা দিন বিছানায় গড়াগড়ি করার অভ্যাস ত্যাগ করুন। সন্ধ্যার পর ভারী ব্যায়াম করা বা ঘুমের আগে স্নান করা পরিহার করতে হবে। ঘুমের কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে থেকে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, টভিসহ কোনো পর্প দেখা চলবে না। সূর্য ডোবার পর চা কফি পান করবেন না। কোনো মানসিক সমস্যা রয়েছে কি না, তা যাচাই করে প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা গ্রহণ করুন। নিজে নিজে কখনোই ঘুমের ওষুধ খাবেন না।

প্রশ্ন : আমার দু’চোখের নিচে কালো দাগ পড়ায় আমি হতাশ। মলম ব্যবহার করেও কাজ হচ্ছে না। উত্তর : এ সমস্যায়টি দূর করা অনেক সময় দূরূহ। তবে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। রাত জাগ্রত হলে না। অ্যালার্জিক ফুড গ্রহণ পরিহার করবেন। বিজ্ঞাপনের প্রচারবাহন পড়ে ফসারকী কোনো ক্রিম ব্যবহার করবেন না। ফেসিয়াল করালে ভেজজ উপাদানকে প্রাধান্য দেবেন।

শিল্পের সমাধানে

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩০ জুলাই : মঙ্গলবার থেকেই রামপুরহাট ব্লকে শুরু হচ্ছে এমএসএমই ক্যাম্প। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দক্ষতরের উদ্যোগে বীরভূম জেলার উনিশটি ব্লক সহ পৌরসভা গুলিতে এমএসএমই ক্যাম্পের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগীদের দ্বাারো শিল্পের সমাধানের আয়োজন করা হয়েছে। একত্রিশ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে এই অভিনব উদ্যোগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দক্ষতরের মন্ত্রী চন্দ্র নাথ সিনহা বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিনব উদ্যোগের মাধ্যমে এমএসএমই ক্যাম্প হবে জেলার উনিশটি ব্লকে। যে ব্লকে মিউনিসিপ্যালিটি পড়ছে, তাকে সেই ব্লকের সঙ্গে ট্যাগ করা হচ্ছে। ৩১ জুলাই থেকে রামপুরহাট-১ ব্লকে শুরু হচ্ছে। এরফলে ছোট ছোট উদ্যোগপতি থেকে স্বনির্ভরযোগ্যীরা জেম উদ্যম পোর্টাল রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পাবেন। জনা গেছে, ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ড স্কিম, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা উদ্যোগপতিদের কাছে জমির কন্ডারশন, মিউটেশন ইত্যাদি জটিলতার চরজন্মাদি সমাধান করা হবে। কারিগরী শিক্ষা দক্ষতরের উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের অধীনে স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং রোজগার সেবা প্রকল্পে নথিভুক্ত করণ, সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা দক্ষতরের অধীনে স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ঋণ দান এবং পাশাপাশি, কৃষি দক্ষতরের পরিকাঠামোর উন্নয়নমূলক তহবিলে নথিভুক্তি, অগ্রসর শ্রেণি কলান দক্ষতরের জন্য ফ্রেডিট কার্ড সহ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ব্যাঙ্ক লোনের সুবিধা পাওয়া যাবে।

মঙ্গল শোভাযাত্রা

দূরন্ত বার্তা, বাকুড়া, ৩০ জুলাই : শিবের জন্মাসমি হিাসোে সারা শ্রাবণ মাস জুড়ে শ্রাবণী উৎসব শুরু হয়েছে বাকুড়া শহর লাগোয়া প্রাচীন এক্তেশ্বর শিব মন্দিরে। উৎসব উপলক্ষে রবিবার সকালে এক হাজার মঙ্গল ঘট নিয়ে শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে মন্দিরে সমাপ্ত হয়। বর্নাতা শোভাযাত্রায় মহিলা ঢাকিনের ঢাক বাদ্য, মহিলা শিল্পীদের নারসো সাথে অন্যতম আকর্ষণ শিবের নৃত্য। বারোজন শিবের সাজে সজ্জিত হয়ে মিছিলে নৃত্য শুরু করেন। সারা রাত্তা তারা উজ্জ্বল হয়ে ডোলেবাবার নামে নৃত্য করায় যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক্তর মন্দির উন্নয়ন কমিটি কয়েক বছর ধরে শ্রাবণী উৎসব পালন করে আসছে। অন্যতম উদ্যোগী রমেশ মোরারকা জানান দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই সারা শ্রাবণ মাস জুড়ে উৎসব পালন করা হচ্ছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাবার সন্ধ্যার, বিশেষ পূজাপাঠের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও আয়োজন করা হয়েছে অন্নকুটের। ওইদিন প্রায় পঁচিশ হাজার ভক্ত নার-নারী দুপুরে প্রসাদ গ্রহন করেন।

প্রতিবাদ মিছিল

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জুলাই : কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে মালদা শহরজুড়ে প্রতিবাদ মিছিল। রবিবার বিকেলে মালদা শহরের বৃন্দাবনি ময়দান সংলগ্ন এলাকায় থেকে শুরু হয় এই প্রতিবাদ মিছিল। গোটা শহর পরিক্রমা করে এই প্রতিবাদ মিছিল। এরপর মালদা শহরের রথপাতি এলাকায় এই মিছিল শেষ হয়ে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনা যায় এদিন এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্কী, সহ-সভাপতি বাবলা সরকার, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মৃণালিনী মাইতি, ইংশিলাবাজার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রতিজা সিংহ, সহ-সভাপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

রমনারঞ্জন অভয়ারণ্য ঘিরে একগুচ্ছ পরিকল্পনা

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ জুলাইঃ পর্যটনের দিক থেকে বর্ধমানকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে নবাবর গোলাপবাগস্থিত রমনাবাগান অভয়ারণ্য পরিদর্শনে এসে নতুন একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে গেলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকা। চলতি বছরের শেষ দিকে কিংবা আগামী বছরের প্রথমে এই সমস্ত পরিকল্পনার ধাপে ধাপে বাস্তবায়ণ করা হবে বলে মন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন। মন্ত্রী জানান, নগর ভাটিকা ১০ হেক্টর যদি একটা জায়গা পেয়ে যাই তাহলে পুরোটাি আমরা গাছপালা লাগাবো। শাল, সেগুন, মেহগণি, চন্দন, সেটা নগর ভাটিকা হবে। আর ১০ থেকে ৫০ হেক্টর যদি জায়গা পেয়ে যাই সেটা নগরবন হবে। সেই নগরবনের মাঝখানে হরিণালয় তৈরি করবো, এটারও পরিকল্পনা থাকবে। বর্ধমানকে ঘিরে একটা আশার জায়গা আছে। বর্ধমানের জুকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। বর্ধমানের গ্রাম থেকে মানুষ জু দেখতে আসবে নিদিষ্ট জু দেখে আবার গ্রামে ফিরে যাবে। দু –আড়াই মাসের মধ্যে কাজ শুরু করে দেওয়া হবে। আমরা টিক করেছি এখানে আরও বাঘ ও সিংহ নিয়ে আসা যাবে। এই পরিবেশে মানিয়ে লজতে পারবে এমন অন্যান্য পশু-পাখিও আনা হবে। এছাড়াও দর্শনাধীদের কাছে এই গার্ডেন ও চিড়িয়াখানাকে আরও আকর্ষণীয় ও মনোরঞ্জনকর করে গড়ে তুলতে ফুড স্টল, বিরাামাগার, বয়স্কদের এই পার্ক ঘুরে দেখার জন্য ছোট গাড়ি চালু করা হবে। সেটা বয়স্কদের নিয়ে গোটা এলাকা ঘুরিয়ে দেখাবে। এই গাড়ি আমরা আলিপুর জু’তেও চালু করছি। এখানে আলাদা করে একটি নার্সারি খোলা হবে। যেখানে মানুষ পছন্দমত গাছ কিনতে পারবেন। থাকবে বন দপ্তরের নিজস্ব



কিছু সামগ্রী। যেমন দধি। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বর্ধমানের এই জুলোজিক্যাল পার্ককে দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করার বিষয়ে রাজা সরকার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এব্যাপারে জু অর্থিটি অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠানো হবে। বনমন্ত্রীর এই পরিকল্পনার স্বভাবিকভাবেই খুশি বর্ধমানবাসী। হাতের কাছে মিনি জু’এর নগরিকা পেলে কিংবা বনমন্ত্রীর পরিকল্পনামত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাস্তবায়িত হলে পর্যটনের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে ঐতিহাসিক শহর বর্ধমান, একচা বলা অপেক্ষা রাখে না।

তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির গোপন আঁতাত থাকায় তাই ভাইপো আজ বিদেশে। সেলিম

দূরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৩০ জুলাই : ব্যাঙ্গালোরে সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়োটুর ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক মঞ্চে থাকা নিয়ে বিজেপি বামেদের যে তিনে ওয়াকিবহাল চেষ্টা করেছে। তবে পরিস্থিতি সম্পর্কে যে ভিত্তি ওয়াকিবহাল তা স্পষ্ট করে দিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এদিন তিনি বহরমপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে বামেদের কোনও নির্বাচনী জোট হয়নি। উপরন্তু, তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির একটি গোপন আঁতাত রয়েছে। তাই ভাইপো আজ বিদেশে চলে গিয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন সেলিম। অন্যদিকে যাঁরা বিজেপির সঙ্গে চলে গিয়েছে, তাঁরা যাতে ফেরত আসে সেই চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে সেলিম বলেন, দেশের অর্থনীতিকে ভেঙে ফেলেছে এই বিজেপি। দেশে কর্মসংস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মণিপুর ইস্যুতে সংঘর্ষে মুখ খুলতে না চাওয়ায় কটাক্ষ করেছেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক। তিনি বলেন, বিজেপি মণিপুরে কিংবা সারা দেশে যা করছে, তা এই রাজ্যে করছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যে যেমন বাম ও কংগ্রেস কর্মীদের ওপরে হামলা হচ্ছে, তেমনি মহিলাদের অসম্মান করা হচ্ছে। সেলিম বলেছেন, তৃণমূল রাজ্যকে বিরোধী শূন্য করতে চায়। এব্যাপারে মুর্শিদাবাদে দলের দুই কর্মী খুনের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। গোটা রাজ্যে সব বোমা উজার করা হয়নি তাই আজকে বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক। তিনি অভিযোগ করেন, আজকে তৃণমূলের মদতে এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটনা চলছে। কেন তৃণমূল করতে গিয়ে অনেক লোক খুন হল এগুলো কি তৃণমূল নেতৃত্ব দেখাচ্ছে না, প্রশ্ন করেন তিনি। রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকেও কটাক্ষ করেন তিনি। সেলিম বলেন, একটা সময়ে তিনি মুখ্যসচিব ছিলেন। এখন তাঁকে প্রতিদিনই হাইকোর্টে ছুটতে হচ্ছে। অন্যদিকে তিনি বিডিওদের নিয়ে বলেন, সরকার বলেই দিচ্ছে, বিডিওরা অনন্যায় করতে থাকুন, সরকার পাশে থাকবে। রাজ্যে অগুস্ত মাসজুড়ে খানদের দাবি এবং কাজের দাবিহাৎ একাধিক দাবিতে ভোট লুট হওয়ার প্রতিবাদে আন্দোলনে নামার কর্মসূচির কথাও জানিয়েছেন। সেলিম বলেছেন, বামফ্রন্ট গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখতেই আন্দোলনে নামতে চলছে। তিনি এদিন সকালে মুর্শিদাবাদের হরিরহরপাড়ায় মৃত সিপিএম কর্মী রেবু শেখ-এর বাড়িতে গিয়ে

জমি দখলে করে ভাগচাষীদের প্রদান

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : ‘লাঙল যার জমি তার’, ফজলুল হকের এই শ্লোগান রাজ্যে বিভিন্ন সময় শোনা গিয়েছে জমি আন্দোলনে। তেভাগা থেকে অন্যান্য কৃষক আন্দোলন প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই শ্লোগান ব্যবহার করেছে বিভিন্ন বামপন্থী ও অতিবামপন্থী সংগঠন। রবিবার ফের এই শ্লোগানকে সামনে রেখেই জমি আন্দোলন করতে দেখা গেল বামদেদের। ‘লাঙল যার জমি তার’ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে রবিবার লাল বাত্মা হাতে ইন্দো-নেপাল সীমান্তে প্রায় ৯৯ বিঘা জমি দখল করল বড় মনিরাম জোত বর্গা উচ্ছেদ বিরোধী কৃষক কমিটি। বামপন্থী এই সংগঠনগুলির অভিযোগ, তাদের অধিগৃহীত জমি বর্গাদারদের অধ্ধকারে রেখে পুরানো জোতদারদের উত্তরাধিকারীরা কলকাতার কিছু পুঁজিপতির কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। জনা গিয়েছে, এদিন শিলিগুড়ি মহকুমার অধীন ভারত-নেপাল সীমান্ত নকশালবাড়ি ব্লকের বড় মনিরাম জোতে স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে মেচি নদীর ৯৯ বিঘা জমি দখল করল বড় মনিরাম জোত বর্গা উচ্ছেদ বিরোধী কৃষক কমিটি। এই কর্মটিতে রয়েছে সিপিএম, সারা ভারত কৃষক সভা, সারাভারত কৃষক মজদুর সভা

বিজেপির বুথ সভাপতিকে প্রহার

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ জুলাই : মায়ের মৃত্যুর সময় পঞ্চায়েত থেকে সরকারি প্রকল্পের ২,০০০ টাকা নিয়েছিলেন বিজেপির বুথ সভাপতি। তার পুত্রও বিজেপি করার অপরাধে বিজেপির বুথ সভাপতিকে বেদম মারধরের অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। পূর্ব বর্ধমান জেলার মতেশ্বর থানা এলাকার ঘটনা। এনিয়ে শনিবার রাতে মতেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রহৃত বিজেপি নেতা সন্তু রায়। যদিও রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো প্রেক্তারিয়ার খবর নেই। জনা গেছে,মতেশ্বরে ব্লকের ৩৬ নম্বর বুথে বিজেপির বুথ সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন সন্তু রায়। তিনি স্থানীয় এক প্যাভেলের ডেকরেটরের অধীনে শ্রমিকের কাজ করেন। ঘটনাটি ঘটে শনিবার বিকেলে। সন্তু রায়ের অভিযোগ, ওইদিন বিকেলে আমি কাজ শেষে সহিকেকে চড়ে বাড়ি ফিরছিলাম। মতেশ্বরের ডাকচের মোড়ে একটি চায়ের দোকানে চা পান করতে দাঁড়ি। তার আগেই সেখানে স্থানীয় তৃণমূল নেতা পার্ণ ঘোষ সেই দোকানে বসেছিল। পার্ণ ঘোষ জানতে চান আমি এখনো বিজেপি করি কিনা। আমি হ্যাঁ বললে আমায় জুলো খুলে বাঘ মারধার করে। জুলো ফসকে গেলে আমায় মাটিতে ফেলে এলোপাখাডি কিল, চড়, ঘুষি মারে। তিনি আরও বলেন, আমার মায়ের মৃত্যুর সময় পঞ্চায়েত থেকে সরকারি প্রকল্পের ২,০০০ টাকা পেয়েছিলাম। সেই টাকা নেওয়ার পরেও আমি বিজেপি করি বলে আমায় মারধর করেন ওই তৃণমূল নেতা। মতেশ্বরে বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বুলন হাজার বলেন, শনিবার বিকেলে আমরা মতেশ্বরে আমাদের দলীয় কার্যালয়েই বসেছিলাম। সেই সময় সন্তু রায় সেখানে কাঁদতে কাঁদতে সেখানে আসেন। কাঁদার কারন জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঘটনার কথা খুলে বলেন। এরপর সপক্ষে মতেশ্বর ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে থানায় এনিয়ে নির্পিষ্ট অভিযোগ দায়ের করি। তার অভিযোগ, মতেশ্বর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রফিকুল শেখ ওপরে ডালিম শেখের ইচ্চনাই পার্ণ ঘোষ আমাদের বুথ সভাপতির ভাগের হামলা চালিয়েছে। জনা গেছে,ওই ঘটনার প্রতিবাদে এলাকায় পোষ্টার সানোহা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। যদিও বিজেপির বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা পার্ণ ঘোষ। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রতিবাদে কংগ্রেস

দূরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩০ জুলাই : নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষ করে লাকিয়ে লাকিয়ে বাড়ছে সজ্জির পাশাপাশি লাগাম ছাড়া টমেটো, লক্ষা, আদা, রসুনের দামও। এই অবস্থায় সন্তায় আদালক্ষা বেচে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে অভিব্য প্রতিবাদ কংগ্রেসের। রবিবার দুর্গাপুরে আশিস মার্কেটে কংগ্রেসের দোকানো লক্ষা, আদা, রসুন কম টাকায় কিনতে মানুষের ভিড়। দীর্ঘদিন ধরে বাজারে শাকসজ্জির দাম উর্দ্ধমুখী। অথচ ছুপ্প সেই সেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারের টাক্সহেফা চির নিম্নায়। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের দুর্ভাবস্থার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরতে দুর্গাপুর মহকুমা যুব কংগ্রেস রবিবার সকালে আশিস মার্কেটে একটি অভিব্য প্রতিকী কর্মসূচি গ্রহন করে। রাজ্ণ গান্ধীর দেখানো পথ অনুযায়ী ‘মহব্বত কা দুকান’ খোলা হল। লক্ষা ১০০ টাকা, রসুন ১০০ টাকা, আদা ৭০ টাকা, টমেটো ৪০ টাকা করে বিক্রি করা হলো সাধারণ মানুষের কাছে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেশেপ চক্রবর্তী বলেন, চায়িরের কাছ থেকে ফসল কিনে নিয়ে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানো হচ্ছে বাজারে। এই কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে সব জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে।

তৃণমূলে নির্দল

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জুলাই : পঞ্চায়েত নির্বাচনের এখনও একমাস অতিক্রান্ত হয়নি। এরমধ্যেই নির্দল থেকে তৃণমূলে যোগ দিলেন সদ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয় দিলেন প্রাণী। মালদার হরিশচন্দ্রপুর-২ ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে রবিবার এই যোগদান পর্ব হয়। এক সময় কংগ্রেস করা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দল জয়ী প্রাণী জারেকা বিবি ও তাঁর স্বামী মাসুদ আলি তাঁদের অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগ দেন। উপস্থিত ছিলেন হরিশচন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী তাজমূল হোসেন। স্বস্তীর হাত ধরেই তৃণমূলে যোগ দেন জারেকা বিবি ও তাঁর অনুগামীরা। হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান তাজমূল হোসেন। জারেকা বিবি বলেন, নির্দল প্রাণী ছিলাম। এর তৃণমূলে যোগ দিলাম। এর আগে আমি কংগ্রেস করতাম। কংগ্রেসের দুর্নীতির জন্য নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়েছিলাম। এবার তৃণমূলের সঙ্গে কাজ করতে চাই। মানুষের উন্নয়নে কাজ করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। তাই তৃণমূলে এলাম। মন্ত্রী তাজমূল হোসেন বলেন, আজ আমাদের ইসলামপুর পঞ্চলের জারিকা বিবি তৃণমূলে যোগ দিলেন। দীর্ঘদিন ধরে উনি কংগ্রেস করতেন। কিন্তু ওদের নির্দল প্রাণী হিসাবে প্রতিশ্রুতিা করেন। জয়ীও হন। তৃণমূলে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কর্মঘণ্টে শামিল হতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই আমরা সম্মত হই। জারেকা বিবির পাশাপাশি তাঁর স্বামী মাসুদ আলি আমার হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিলেন। এবার আমাদের সকলের সঙ্গে কাঁখে কাঁধ মিলিয়ে মানুষের কাজ করবেন।

তৃণমূলে নির্দল

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জুলাই : পঞ্চায়েত নির্বাচনের এখনও একমাস অতিক্রান্ত হয়নি। এরমধ্যেই নির্দল থেকে তৃণমূলে যোগ দিলেন সদ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয় দিলেন প্রাণী। মালদার হরিশচন্দ্রপুর-২ ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে রবিবার এই যোগদান পর্ব হয়। এক সময় কংগ্রেস করা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দল জয়ী প্রাণী জারেকা বিবি ও তাঁর স্বামী মাসুদ আলি তাঁদের অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগ দেন। উপস্থিত ছিলেন হরিশচন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী তাজমূল হোসেন। স্বস্তীর হাত ধরেই তৃণমূলে যোগ দেন জারেকা বিবি ও তাঁর অনুগামীরা। হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান তাজমূল হোসেন। জারেকা বিবি বলেন, নির্দল প্রাণী ছিলাম। এর তৃণমূলে যোগ দিলাম। এর আগে আমি কংগ্রেস করতাম। কংগ্রেসের দুর্নীতির জন্য নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়েছিলাম। এবার তৃণমূলের সঙ্গে কাজ করতে চাই। মানুষের উন্নয়নে কাজ করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। তাই তৃণমূলে এলাম। মন্ত্রী তাজমূল হোসেন বলেন, আজ আমাদের ইসলামপুর পঞ্চলের জারিকা বিবি তৃণমূলে যোগ দিলেন। দীর্ঘদিন ধরে উনি কংগ্রেস করতেন। কিন্তু ওদের নির্দল প্রাণী হিসাবে প্রতিশ্রুতিা করেন। জয়ীও হন। তৃণমূলে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কর্মঘণ্টে শামিল হতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই আমরা সম্মত হই। জারেকা বিবির পাশাপাশি তাঁর স্বামী মাসুদ আলি আমার হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিলেন। এবার আমাদের সকলের সঙ্গে কাঁখে কাঁধ মিলিয়ে মানুষের কাজ করবেন।

দম্পতিকে প্রহার

দূরন্ত বার্তা, চালসা, ৩০ জুলাই : জলপাইগুড়িতে বিজয় মিছিল থেকে সিপিএম কর্মীর বাড়িতে ঢুকে হামলা চালানোর অভিযোগে উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। হামলায় জখম হয়েছেন সিপিএম কর্মী দম্পতি। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নেভড়া মারিয়ারী এলাকায়। এই ঘটনায় মেটেলি থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হবে বলে সিপিএম নেতৃত্ব জানান। যদিও তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভাপতি জোসেফ মুন্ডা ঘটনার তদন্ত করে দেখিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। জনা গিয়েছে, এদিন বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১/ ৭৫ নম্বর বুথে তৃণমূল পঞ্চায়েতে বিশূল জয়ের জন্য বিজয় মিছিল করে। এই উপলক্ষ্যে এদিন একটি মিছিল সমগ্র বুথ এলাকা পরিক্রমা করে। অভিযোগ, ওই মিছিল থেকে কিছু তৃণমূল কর্মী নেওড়া মারিয়ারী এলাকার সিপিএম কর্মী আলিমুল ইসলামের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বাড়ির ভিতরে আলিমুল ও তাঁর স্ত্রী রিনা বেগমকে মারধর করে বলে অভিযোগ। এরপরই গুরুতর জখম অবস্থায় তাদের চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাদের মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনার বিরুদ্ধে মেটেলি থানায় লিখিতভাবে অভিযোগে জানানো হবে বলে সিপিএম নেতৃত্ব জানান। এ বিষয়ে তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভাপতি জোসেফ মুন্ডা জানান, বিশেষ কাজে কলকাতায় আছি। তবে এই ঘটনা কখনই কাম্য নয়। দোষীদর বিরুদ্ধে দলগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিলান্যাসের পর কেটে গেছে সাতটি বছর

বাঁশ দিয়ে সেতু বানালেন গ্রামবাসীরা

দূরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৩০ জুলাই : ভোট আসে, ভোট যায়, জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে মেলে নানা প্রতিশ্রুতি, কিন্তু গ্রামবাসীদের সেতু নির্মাণের দাবি পূরণ হয় না। অথচ শিলান্যাস হয়ে গিয়েছে। তার পরেও দীর্ঘ ৭ বছর ধরে থমকে রয়েছে সেতু তৈরির কাজ। তাই প্রশাসনের উপর ভরসা না রেখে গ্রামবাসীরা নিজেরাই কংসাবতী নদীর উপর বাঁশের সাঁকো তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছেন। ঘটনা পুরুলিয়ার আড়ঘা ব্লকের বামনুডিহা ও পুরুলিয়া ১ নম্বর ব্লকের কাটাবেড়া গ্রাম। এই দুই গ্রামের সংযোগস্থল কংসাবতী নদী। সেই নদীতে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকোটি তৈরি করার কাজ বেগে পড়েছেন গ্রামবাসীরা। বিগত কয়েক বছর ধরে বর্ষার সময় কংসাবতীতে জল বাসলে এ ভাবেই বাঁশের সাঁকো তৈরি করে নিজেদের পারাপারের ব্যবস্থা করেন গ্রামবাসীরা। এতে ঝুঁকি থাকলেও নিরুপায় তাঁরা। ২০১৬ সালে আড়ঘা ব্লকের বামনুডিহা ও পুরুলিয়া ১ নম্বর ব্লকের কাটাবেড়া গ্রামের মাঝে কংসাবতী নদীর উপর ১৪৭ মিটার



স্থায়ী সেতু নির্মাণের জন্য পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দফতরের খাতে ৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কাজ শুরুও করে এক নির্মাণকারী সংস্থা। তারপর কোনও অজানা কারণে হঠাৎই সেই কাজ বন্ধ হয়। তখন থেকেই প্রায় ৭ বছর পেরিয়েছে। স্বাগিত রয়েছে সেতু নির্মাণের কাজ। ফলে, চরম সমস্যায় বামনুডিহা, জুরাতি, ভুস্বালাদা, কাঞ্চনপুর, কুদগাড়া, জামবাঈদ, বিরচিলা, মানপুর, আহাড়রা সহ ১৫-২০টি গ্রামের মানুষজন। ওই এলাকার মানুষজনের প্রধান জীবিকা কৃষি। সারা বছর ধরে গ্রামবাসীরা

শাকসবজি ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন করেন। পরে তাঁদের উৎপাদিত সেই সব আনাজপাতি বিক্রিও করেন। কিন্তু তখনই মুশকিল। এসব বিক্রি করতে বাজার-অঞ্চলে যেতে হয় বহু ঘুরপাও। সেতু না থাকায় ৩০-৬১ কিমি ঘুরে ডেউলঘাটা সেতু হয়ে তাদের ফসল বিক্রি করতে নিয়ে যেতে হয় তাঁদের। তাঁরা যান চাষ মোড়, ফরেস্ট মোড়, পুরুলিয়া শহরে। গ্রামবাসীদের দাবি, বামনুডিহা ও কাটাবেড়ায় স্থায়ী সেতু হলে ৩০-৬১ কিমি দূরত্ব কমে গিয়ে দাঁড়াবে ৭-৮ কিমিতে। পথও অনেক সোজা হবে।

পুরপ্রধানের পদ থেকে ইস্তফার ইচ্ছাপ্রকাশ

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুলাই : পুরসভা ঘোষণা করে দেওয়ার পর ২ বছর কাটতে লসলেও তৈরি হয়নি পরিকাঠামো। নিজে দলের দিকে আঙুল তুলে ইচ্ছা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ফলাকাটার পুরপ্রধান প্রদীপ মুহুরি। এই মর্মে দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইককে চিঠি লিখলেন তিনি। যদিও সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন প্রকাশবাবু। পৌরসভা ঘোষণার পর ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফলাকাটার প্রথম ভোট হয়। ১৮

লিখেছেন তিনি। চিঠি দিয়েছেন জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইককে। চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে প্রকাশবাবু জানিয়েছেন, আমি সমস্যার কথা শুনেছি। কথা বলে পদক্ষেপ করা হবে। ওনাকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছি। প্রদীপ মুহুরি। এই মর্মে দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইককে চিঠি লিখলেন তিনি। যদিও সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন প্রকাশবাবু। পৌরসভা ঘোষণার পর ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফলাকাটার প্রথম ভোট হয়। ১৮

আমাদের পুরসভা বিরোধীমণ্ডাভাবে দখল করে তৃণমূল। যোরায়ান করা হয় একালায় সং শিক্ষক হিসাবে পরিত্যক্ত প্রদীপ মুহুরিকে। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পদ ছাড়তে চান তিনি। তাঁর দাবি, পুরসভা ঘোষণা হলেও পরিকাঠামো তৈরির কোনও উদ্যোগ নেই মমতা সরকারের। কর্মী নিয়োগের ব্যাপারেও উদাসীন ফিরহাদ হাকিমের দক্ষতা। যার ফলে উন্নয়নে নিরিখে মানুষের প্রাশ্য পূরণ করতে পারছেন না তিনি। একথা জানিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি

উদ্ধার ব্যালট বাক্স

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩০ জুলাই : শনিবারের পর রবিবার, রাজ্যে ফের পুঙ্কুর থেকে উদ্ধার হল অস্ত্র ব্যালট বাক্স। রবিবার নদীয়ার নাকশিাপাড়ায় পাট জাঁক দিতে (পচাতে) পুকুরে নেমে ২টি ব্যালট বাক্স উদ্ধার করেন স্থানীয় চরিয়ার। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে বাক্স দুটি উদ্ধার করে আনেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গত ৮ জুলাই পঞ্চায়েতের ভোটগ্রহণের দিন ওই পুকুরে পাশেই প্রাথমিক স্কুলে বুথ হয়েছিল। ভোটগ্রহণের দিন সেখানে ব্যাপক গন্তাগোলের পর ব্যালট বাক্স বাল্লই পুকুর থেকে উদ্ধার হয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, শনিবার উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি ব্লকের বাজারগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বেঙ্গুরা এলাকায় পুকুরে জাল ফেলেতে উঠে আসে ২টি ব্যালট বাক্স। ব্যালট বাক্স দুটি স্থানীয় ২২৫ নম্বর বুথের বলে জনা যায়। ভোটগ্রহণের দিন সেই বুথ থেকেও ব্যালট বাক্স গায়েব হয়েছিল। সেজন্য সেখানে পুনর্নির্বাচনও হয়েছে।

সচেতনতা প্রচার

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জুলাই : সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মালদা জেলা শাখার উদ্যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়। রবিবার সকালে মালদা শহরে পুলিশ লাইন এলাকায় শুষ্কর বাঁশে শিবিরের আয়োজন করা হয়। জানগুরু ও ওঝার কাছে মানুষ কিভাবে প্রতারণা করে বিজ্ঞানের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হয়। কিভাবে জানগুরুরা উইনি চিহ্নিত করেন তাও প্রাতিভ্রমণের আসা মানুষদের সামনে তুলে ধরা হয় ।

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জুলাই : সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মালদা জেলা শাখার উদ্যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়। রবিবার সকালে মালদা শহরে পুলিশ লাইন এলাকায় শুষ্কর বাঁশে শিবিরের আয়োজন করা হয়। জানগুরু ও ওঝার কাছে মানুষ কিভাবে প্রতারণা করে বিজ্ঞানের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হয়। কিভাবে জানগুরুরা উইনি চিহ্নিত করেন তাও প্রাতিভ্রমণের আসা মানুষদের সামনে তুলে ধরা হয় ।

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জুলাই : সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মালদা জেলা শাখার উদ্যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়। রবিবার সকালে মালদা শহরে পুলিশ লাইন এলাকায় শুষ্কর বাঁশে শিবিরের আয়োজন করা হয়। জানগুরু ও ওঝার কাছে মানুষ কিভাবে প্রতারণা করে বিজ্ঞানের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হয়। কিভাবে জানগুরুরা উইনি চিহ্নিত করেন তাও প্রাতিভ্রমণের আসা মানুষদের সামনে তুলে ধরা হয় ।

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জুলাই : সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মালদা জেলা শাখার উদ্যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়। রবিবার সকালে মালদা শহরে পুলিশ লাইন এলাকায় শুষ্কর বাঁশে শিবিরের আয়োজন করা হয়। জানগুরু ও ওঝার কাছে মানুষ কিভাবে প্রতারণা করে বিজ্ঞানের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হয়। কিভাবে জানগুরুরা উইনি চিহ্নিত করেন তাও প্রাতিভ্রমণের আসা মানুষদের সামনে তুলে ধরা হয় ।

